রাঁচি, বৃহস্পতিবার
07:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>322 >>20 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২২ >> << ২০শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

ইকোয়াস জোটে গ্যাবনের সদস্যপদ স্থগিত, সাংবিধানিক আইন ফিরিয়ে আনার আহ্বান

গ্যাবন : কেন্দ্রীয় আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক জোট ইকোয়াস গ্যাবনের সদস্যপদ স্থগিত করেছে। ইকুয়েটোরিয়াল গিনির দিবলোহোতে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সম্মেলনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। সম্মেলনে জোটের সদস্যরা রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে বল প্রয়োগের প্রতি নিন্দা জানায়। গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট আলি বঙ্গোকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করার পর তিনি একটি ভিডিও বার্তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চেয়ে মিনতি জানান। এরপর প্রায় ১ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তার বিষয়ে তেমন কোনো তথ্য জানানো হয়নি বা তাকে কোথাও দেখা যায়নি।

অভিনন্দন

জন্মাষ্টমীর উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

জন্মাষ্টমীর জন্য ০৭ সেপ্টেম্বর আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ০৮ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। ০৯ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 65880.32 +100.26
NIFTY : 19611.05 +36.15

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .00 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

‘ইন্ডিয়া’ বাদ দিয়ে শুধুই ‘ভারত’?

নয়া দিল্লি : জি২০'র বিদেশি অতিথিদের কাছে রাষ্ট্রপতি যে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তাতে লেখা হয়েছে ‘প্রেসিডেন্ট অফ ভারত’।

বৃহস্পতিবার আশিয়ান বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্দোনেশিয়া যাচ্ছেন। সেখানেও সরকারি নথিতে তাকে ‘প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত’ বলা হয়েছে। ছেঁটে দেওয়া হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’ নামটি। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি এবার দেশের নাম শুধু ‘ভারত’ রাখতে চাইছে মোদী সরকার। ইন্ডিয়া কি ছেঁটে ফেলা হবে? ভারতের সংবিধানের প্রথমেই বলা হয়েছে, ‘ইন্ডিয়া দ্যাট ইস ভারত’ কথাটি। সংবিধানকাররা দুটো নামই গ্রহণ করেছিলেন। আরএসএস অবশ্য বরাবরই ভারতব্যবহার করে। তারা ইন্ডিয়া ব্যবহার করে না। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত কিছুদিন আগে বলেছিলেন, ইন্ডিয়া ছেঁটে ফেলে দেশের নাম ভারত রাখা উচিত। সম্প্রতি ২৮টি বিরোধী দল মিলে জোট গঠন করেছে। তার নাম রাখা হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’।

এরপরই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ছেঁটে দিয়ে শুধু ভারত রাখার পর অনেক প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হলো, তাহলে কি এবার ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে দেশের নাম শুধু ভারতই রাখা হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এই নামবদলকে পাকা করতেই কি সংসদের বিশেষ জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়েছে? তৃতীয় প্রশ্ন, এবার বিরোধীরা কি করবে? চতুর্থ প্রশ্ন, এই সিদ্ধান্ত বদল করে কি ভোটের ময়দানে লাভ পাবে বিজেপি? দেশের নামবদল কোনো বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু নামবদলের একটা কারণ থাকে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কেন ইন্ডিয়া ছেঁটে ফেলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষত্রে শুধু ভারত ব্যবহার করা হয়েছে, তা বলা হয়নি। বস্তুত, সরকারিভাবে এখনো পর্যন্ত এনিয়ে একটা শব্দও খরচ করা হয়নি। যেমন এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন হবে। কিন্তু সেই অধিবেশনে কী আলোচনা হবে, কেন এই জরুরি অধিবেশন ডাকা হলো, তা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে টুইট করে বলেছেন, ‘‘এই অধিবেশন ডাকার আগে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হয়নি। তাদেরকে কিছু জানানোও হয়নি। গণতন্ত্র এভাবে চলে না।’’ খাড়গের অভিযোগ, ‘‘প্রতিদিন মোদী সরকার সংবাদমাধ্যমে সংসদের অধিবেশন নিয়ে একটা করে খবর চালিয়ে দিচ্ছে। তাতে এই অধিবেশন নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, মণিপুর, চীনের আগ্রাসন, সিএজি রিপোর্ট, সংস্থাগুলিকে দুর্বল করার মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলিকে মানুষের নজরের বাইরে রাখার চেষ্টা করছে।’’

প্রথমে জি২০'র বিদেশি অতিথিদের কাছে পাঠানো রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণপত্র সামনে আসে। সেখানে লেখা আছে, ‘প্রেসিডেন্ট অফ ভারত’। এরপর বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র আশিয়ান সম্মেলন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কার্ড টুইট করেন। সেখানে বলা হয়েছে, ‘প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত’। সম্বিত তার টুইটে এই কার্ডের ছবি দেয়ার পাশাপাশি একটা লাইনই লিখেছেন, ‘প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত’। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণপত্রের ছবি দিয়ে টুইট করে জাতীয় সঙ্গীতের একটা লাইন তুলে লিখেছেন, ‘জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা’। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও টুইট করে বলেছেন, ‘‘রিপাবলিক অফ ভারত আমি খুশি ও গর্বিত যে, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে অমৃতকালের দিকে যাচ্ছি।’’

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, ‘‘ইন্ডিয়া ছেঁটে ফেলাটা বোকার মতো কাজ হবে।’’ কংগ্রেস নেতা ও রাহুল গান্ধীর অন্যতম পরামর্শদাতা জয়রাম রমেশের দাবি, ‘‘বিরোধীরা একসঙ্গে এসেছে, তারা জোটের নাম রেখেছে ইন্ডিয়া। তাই এখন দেশের নামবদল করা নিয়ে নাটক করা হচ্ছে।’’ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রশ্ন, ‘‘বিরোধীরা এবার যদি নিজেদের জোটের নাম ইন্ডিয়া থেকে ভারত করে দেয়, তাহলে কি দেশের নামই বদলে দেয়া হবে?’’

আরজেডি নেতা মনোজ ঝার বক্তব্য, ‘‘বিরোধীদের কাছ থেকে ইন্ডিয়া বা ভারত কোনোটাই কেড়ে নেয়া যাবে না।’’ নামবদলের কথা সামনে আসার পর সোনিয়া গান্ধীর বাড়িতে কংগ্রেস নেতাদের জরুরি বৈঠক হয়। সেখানে মূলত দল কী কৌশল নেবে তানিয়ে কথা হয়। এরপর জোটের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন খাড়গে। বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছেন, ‘‘যে কংগ্রেস ভারত জোড়ো নাম দিয়ে যাত্রা করে, তারা ভারত মাতা কি জয় বলতে ঘৃণা করে।’’ নাড্ডার কথা থেকে স্পষ্ট বিরোধীদের কোনদিক থেকে আক্রমণ করতে চায় তারা।

© Ajit Solanki/AP Photo/picture alliance

জাকার্তায় শুরু হল আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন

জাকার্তাঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংগঠন আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলনে অন্য সব আলোচনাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে মিয়ানমারের রক্তঝরা রাজনৈতিক সঙ্কট ও চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী মনোভাব। মঙ্গলবার থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় এই সম্মেলন শুরু হয়েছে। ১০ সদস্যের এই আঞ্চলিক জোটের সহ নেতাদের ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো বলেন, আসিয়ান ‘একমত হয়েছে যে তারা অন্য কোনো জোটের প্রতিনিধির’ দায়িত্ব পালন করবে না এবং তাদেরকে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ জাহাজের কাণ্ডারি হতে হবে। মিয়ানমারের সঙ্কট মোকাবিলায় আসিয়ান বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও সেগুলো বাধার মুখে পড়েছে। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে সামরিক বাহিনী উৎখাত করার পর থেকে দেশটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক মাস পর দেওয়া আসিয়ানের ৫ দফা সুপারিশ মেনে নিতে রাজি হয় সামরিক জান্তা। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শিগগির সহিংসতা নিরসন, জান্তা ও তার প্রতিপক্ষদের মধ্যে শান্তি আলোচনার আয়োজন ও মানবিক সহায়তা গ্রহণের পথ সুগম করা। তবে মিয়ানমারের জান্তা আসিয়ানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেনি। বরং তারা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের বিক্ষোভকে সহিংস প্রক্রিয়ায় দমন করেছে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের সহায়তায় গঠিত একাধিক সশস্ত্র বিরোধী পক্ষের ওপর প্রাণঘাতী বিমান হামলা চালিয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো বেশ কয়েক দশক ধরে অধিক স্বশাসন পাওয়ার জন্য লড়ছিল। এই স্থবিরতার কারণে কয়েকটি কূটনৈতিক মহলে আসিয়ানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং এটি অপ্রাসঙ্গিক সংগঠনের তকমা পেয়েছে, যা সদস্যদের মধ্যে কৌশলগত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। জান্তাকে যেকোনো ধরনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে ইতোমধ্যে জুলাই মাসে থাইল্যান্ডের কর্মকর্তারা জান্তার নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। তবে নেতারা মঙ্গলবার মিয়ানমারকে ২০২৬ সালে আসিয়ানের সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে ফিলিপাইনকে মনোনয়ন দিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চীনা পর্যটকদের জন্য ভিসা ফি মওকুফ করবে দক্ষিণ কোরিয়া, বাড়বে দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইটের সংখ্যা

সিউল (এজেন্সী) : দক্ষিণ কোরিয়া ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে চীনের পর্যটকদের জন্য ভিসা প্রসেসিং ফি মওকুফ করার এবং দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। চীন ছয় বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ কোরিয়ার গ্রুপ ট্যুরের ওপর সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এই পরিকল্পনা সামনে আসে। সোমবার ঘোষিত পদক্ষেপগুলো উভয় দেশের কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টার অংশ যা অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করবে এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উষ্ণ করবে। দক্ষিণ কোরিয়া পর্যটনের প্রচারের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার আশা করছে। এই বছরের শুরুর দিকে সিউল যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, তাইওয়ান ও হংকংসহ বাইশটি দেশ এবং অঞ্চলের নাগরিকদের জন্য কোরিয়ান ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন (কেইটিএ)-এর প্রয়োজনীয়তা স্থগিত করেছে। ২০১৭ সালে ইউএস টার্মিনাল হাই অল্টিচিউড এরিয়া ডিফেন্স সিস্টেম (টিএইচএএডি) ইন্সটল করার সিউলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে চীন দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্ত সংগঠিত গ্রুপ ট্যুর নিষিদ্ধ করেছিল। চীন দাবি করেছে যে, সিস্টেমের রাডার চীনা ভূখণ্ডে নজরদারি এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হতে পারে। কোরিয়ার বৃহত্তম ট্রাভেল এজেন্সি হানা ট্যুরের একজন প্রতিনিধি বলেছেন, নতুন সরকারি পদক্ষেপের প্রভাব বর্ণনার জন্য এখনো যথেষ্ট সময় পার হয়নি। চীন দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়িক অংশীদার। তবে আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য ভূরাজনৈতিক ইস্যুতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নানান উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এটি সাম্প্রতিক জনমত জরিপেও প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখা গিয়েছে, দক্ষিণ কোরীয়দের মধ্যে চীনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের পক্ষে বেশি ইতিবাচক ধারণা রয়েছে।

শপথ নিলো নতুন থাই সরকার

ব্যাংকক : থাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের সরকারকে মঙ্গলবার রাজা মাহা ভাজিরালংকর্ন শপথ বাক্য পাঠ করান। প্রধানমন্ত্রী স্রেথা তার এবং তার ৩৩ জনের মন্ত্রিপরিষদ শপথ নেয়ার পরপরই ব্যাংককে তার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটি হবে জনগণের জন্য একটি সরকার। ৬১ বছর বয়সী এই রিয়েল এস্টেট টাইকুনকে ২২ আগস্ট থাই আইনপ্রণেতারা ফেউ থাই পার্টির মনোনয়নের পরে নির্বাচিত করেছিলেন। এই পার্টি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার তৈরি রাজনৈতিক আঃেদালন থেকে উদ্ভূত সর্বসাম্প্রতিক ঘটনা। থাকসিন সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষকদেরকে নগদ অর্থ প্রদানের মতো নীতিগুলোর জন্য থাইল্যান্ডের গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। স্রেথার মনোনয়ন একটি রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছে যা প্রগতিশীল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি এবং এর জোট অংশীদাররা মে মাসের সংসদীয় নির্বাচনে বিজয় অর্জনের পর থেকে দীর্ঘদিন বিদ্যমান ছিল। থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রপন্থী অভিজাত সদস্যদের সাথে জোটবদ্ধ একটি সামরিক বাহিনী দ্বারা থাকসিন উৎখাত হবার দুই বছর পর স্রেথার নির্বাচনের দিনেই থাকসিন স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ব্যাংককে ফিরে আসেন। থাইল্যান্ডের রাজতন্ত্রপন্থী অভিজাতরা সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর তাদের দীর্ঘস্থায়ী দখলের জন্য থাকসিনকে হুমকি হিসেবে দেখে। তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। থাইল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্ট দুর্নীতির অভিযোগে পূর্বের দোষীসাব্যস্ততার ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে আট বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন। রাজা গত শুক্রবার থাকসিনের সাজা এক বছরে কমিয়ে আনেন।

শাস্তি জার্মানি, সবার ওপরে, বিশ্বের সবকিছুর ওপরে জার্মানি

জার্মানির নাৎসি যুগের জাতীয় সংগীত গাওয়ায় দর্শকের ‘শাস্তি’

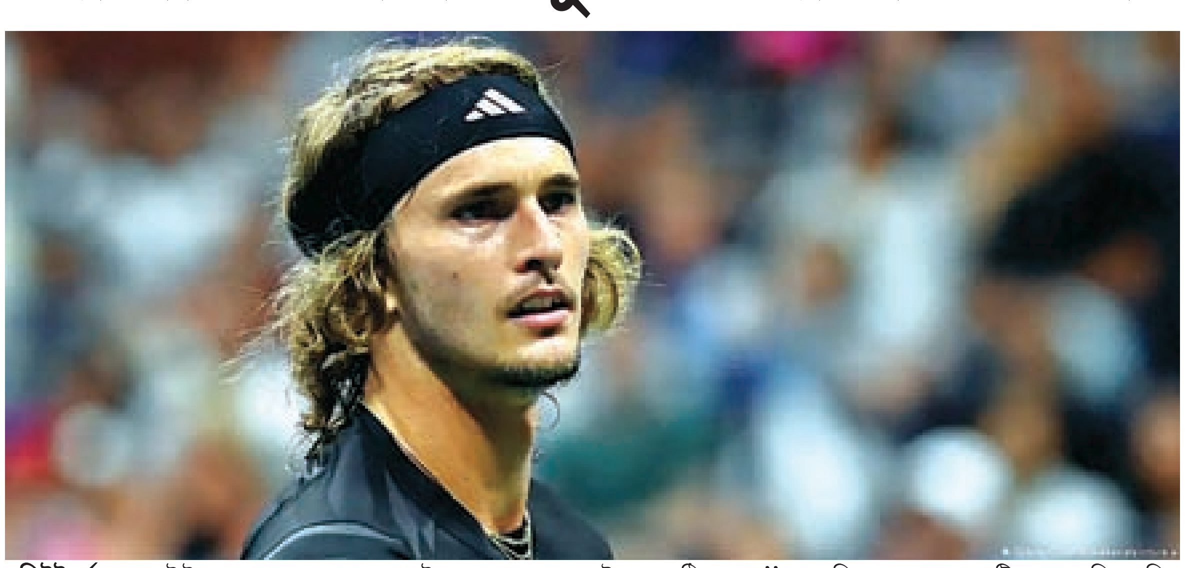

নিউইয়র্কঃ ইউএস ওপেনের ম্যাচ চলার সময় এক দর্শক নাৎসি আমলের জাতীয় সংগীত গাওয়ায় তাকে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। জার্মানির টেনিস খেলোয়াড় আলেকসান্ডা স্ভেরেফের অভিযোগের পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত মঙ্গলবারের ঐ ম্যাচে স্ভেরেফ ইটালির ইয়ানিক সিনার বিরুদ্ধে খেলছিলেন। এক পর্যায়ে এক দর্শককে ঐ সংগীত গাইতে শুনে তিনি ম্যাচ রেফারির কাছে অভিযোগ করেন।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত মঙ্গলবারের ঐ ম্যাচে স্ভেরেফ ইটালির ইয়ানিক সিনার বিরুদ্ধে খেলছিলেন। এক পর্যায়ে এক দর্শককে ঐ সংগীত গাইতে শুনে তিনি ম্যাচ রেফারির কাছে অভিযোগ করেন।

খেলা শেষে স্ভেরেফ বলেন, ‘‘তিনি (দর্শক) হিটলারের জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করেন। একজন জার্মান হিসেবে আমি ইতিহাসের ঐ সময়টা নিয়ে গর্বিত নই, এবং সেজন্য এটা করা ঠিক নয়।’’ তিনি বলেন, ‘‘তিনি (দর্শক) প্রথম সারিতে ছিলেন, ফলে অনেক মানুষ সেটা শুনেছে। আমি যদি প্রতিক্রিয়া না দেখাতাম, তাহলে সেটা আমার দিক থেকে খারাপ হতো।’’

স্ভেরেফ আরও বলেন, ‘‘তিনি (দর্শক) শুধুমাত্র হিটলারের সবচেয়ে পরিচিত বাক্যটা বলছিলেন। এটা গ্রহণযোগ্য নয়, এটা অবিশ্বাস্য।’’

২৬ বছর বয়সি স্ভেরেফের মাবাবা রাশিয়ার। তবে ১৯৯০ সালের দিকে তারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করেছিলেন।

জার্মানির জাতীয় সংগীত নেয়া হয়েছে ‘জার্মানদের গান’ কবিতা থেকে। এই কবিতায় তিনটি চরণ আছে। প্রথম চরণের প্রথম লাইনটি এমন ‘জার্মানি, সবার ওপরে, বিশ্বের সবকিছুর ওপরে জার্মানি’। একসময় জাতীয় সংগীতে কবিতার এই অংশটি ব্যবহৃত হতো। নাৎসি আমলেও সেটি বলবৎ ছিল। কিন্তু অতীতের তুলনায় বেশি আক্ষরিক অর্থে গানের কথাগুলো গ্রহণ করেছিল নাৎসি সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয় সংগীতে ঐ কবিতার প্রথম চরণ বাদ দিয়ে শেষ চরণটি নেয়া হয়। সুর একই রাখা হয়। শেষ চরণের প্রথম লাইনটি এমন, ‘জার্মান পিতৃভূমির জন্য ঐক্য এবং ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা!’ বর্তমানে এটিই জাতীয় সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ দর্শক রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য প্রদর্শন করতে নাৎসি আমলের জাতীয় সংগীত গাইছিলেন কিনা, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। কিংবা ঐ জাতীয় সংগীতকে যে অনেক আধুনিক জার্মান নেতিবাচক হিসেবে দেখেন, ঐ দর্শক সেটা জানতেন কিনা, তাও জানা যায়নি। কারণ, জাতীয় সংগীতে যে পরিবর্তন এসেছে সেটি জার্মান ভাষাভাষী দেশগুলোর বাইরের মানুষ যে জানবেনই, বিষয়টা তেমন নয়।

শিলিগুড়ি থেকে চুরি হওয়া গাড়ি উদ্ধার হল বিহারের গোলগোলিয়া থেকে

শিলিগুড়ি ঃ বিহারের গলগলিয়া থেকে উদ্ধার হল শিলিগুড়ি থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি।ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ধৃতদের নাম ছিরিং শেরপা ও মুকেশ বিশ্বকর্মা।আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।কয়েকদিন আগে গুরুংবস্তি এলাকা থেকে চুরি যায় বোলেরো গাড়িটি।এরপর এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গাড়ির মালিক।অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে গলগলিয়া থেকে গাড়িটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ছিরিং শেরপা ও মুকেশ বিশ্বকর্মাকে।পুলিশ সূত্রে খবর, চুরির গাড়িটিতে ভুয়ো নম্বরপ্লেট লাগিয়ে সেটিকে বিক্রি করার জন্য বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল সাজো প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়

মালদা ঃ জন্মাষ্টমী পালন করলো একটি বেসরকারি বিদ্যালয়। রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল সাজো প্রতিযোগিতা বিদ্যালয় এর উদ্যোগে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বুধবার সকালে মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক এলাকায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের হয়। ঘোড়াপীর, লেক গার্ডেন সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে শোভাযাত্রা শেষ হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ঘোড়াপীর এলাকায় গোপাল মূর্তিতে পুজো দেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এদিন বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় । শতাধিক শিশু রাধা কৃষ্ণ ও গোপাল সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা ভারতী ঝা বলেন, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ র‍্যালির আয়োজন কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ কোচবিহারে পালন করা হলো শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ র‍্যালির আয়োজন করলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন সমিতি। আজ রাস মেলা ময়দান এলাকা থেকে এই র‍্যালির সূচনা হয়। হাজার হাজার সনাতন ধর্মের মানুষ এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।এদিনের এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে।এদিনের এই র‍্যালি কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সনাতন ধর্মের প্রচারের পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বার্তা ছড়িয়ে দেয় সাধারণ মানুষের মধ্যে।

জলপাইগুড়ির সারদা শিশু তীর্থ স্কুলে কৃষ্ণ ও গোপালের সাজে জন্মাষ্টমীর উৎসব পালন করল শিশুরা

জলপাইগুড়ি ঃ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জলপাইগুড়ির একটি বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার। কৃষ্ণ, কংস, বাসুদেব, নন্দ সহ বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেয় শিশুরা। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জলপাইগুড়ির শিল্পসমতি পাড়া সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গোপাল সহ বিভিন্ন সাজে অনুষ্ঠানে অংশ নেয় খুদে শিশুরা। বাঁশি হাতে দেখা যায় খুদে কৃষ্ণকে। জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে জলপাইগুড়ির মাসলকাইবাড়ি অরবিন্দ নগর শিল্প সমিতি পাড়া সারদা শিশুতীর্থ বিদ্যালয়ের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে খুব খুশি শিশুদের অভিভাবকরাও। রাধা, কৃষ্ণ, গোপাল ও যশোদা সেজে শিশুরা অংশ নেয় অনুষ্ঠানে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলেন, নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুদের নিয়ে এই জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করছি আমরা। এধরণের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে শিশুরাও খুব খুশি।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরগুলিতে জন্মাষ্টমীর প্রস্তুতি শুরু

মালদা ঃইংরেজবাজার,পুরাতন মালদা, গাজোল সহ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরগুলিতে জন্মাষ্টমীর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে গাজোলের নয়াপাড়া এলাকার নিতাই গৌড় সংঘ আশ্রমে জন্মাষ্টমী উৎসবের প্রচারের শুরু করেছে ভক্তেরা। জেলার বিভিন্ন মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মালদার গাজোলের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের উদ্যোগে ওই দিন বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে নগর সংকীর্তনের পরিক্রমা বের করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটি।

রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয় ধুমধাম করে শিক্ষক দিবস পালন

মালদা ঃ মঙ্গলবার গাজোল ব্লকে রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয় ধুমধাম করে শিক্ষক দিবস পালন করা হলো। এদিন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের ১৩৬ তম জন্ম দিবসের উপলক্ষে শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয় ওই স্কুলে। এদিন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের ছবিতে রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিকারাও মাল্যদান করেন। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সকল শিক্ষিকা মিলে কেক কেটে শিক্ষক দিবসটি উদযাপিত করেন। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এদিন স্কুল প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র নৃত্য , আবৃতির এবং আদিবাসী নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় । এরপরে রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে কাবাডি খেলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সংঘমিত্রা সাঁতরা সহ অন্যান্য শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা ।

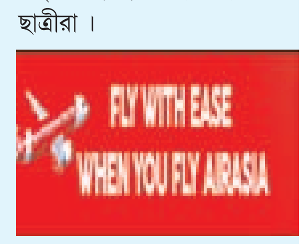

একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন প্রবীণ বাঙালি চলচ্চিত্র অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। শাশ্বত চ্যাটার্জি বাংলা চলচ্চিত্রের একজন প্রবীণ অভিনেতা। শিলিগুড়িতে তার ভক্তের ভিড়। হঠাৎ শিলিগুড়িতে পৌঁছতেই মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে যান ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান তিনি। সেখান থেকে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তবে তার অভিনীত সিনেমা আবার প্রলয় নিয়ে উচ্ছ্বসিত তিনি। দর্শকদের ভালোবাসা পাওয়ায় খুশি তিনি।

মারণ রোগে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যের পাশে গৌতম গোস্বামী

শিলিগুড়ি ঃ মারন রোগে আক্রান্ত চয়ন পাড়ার জিতেন সূত্রধরের পরিবার। চার সদস্যের এই পরিবারের চারজন এক মারন রোগে আক্রান্ত। ধীরে ধীরে সকলেই এগিয়ে চলছে মৃত্যুর মুখে।বাবা জিতেন রায় ছাড়া প্রায় সকলেই চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়েছে। উপার্জন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, ফলে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এই পরিবারটি। তবে তাদের পাশে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আসছে সমাজসেবী গৌতম গোস্বামী। বিগত সময় খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি অর্থ দিয়ে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন তিনি। বাড়িতে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। এবার রাখি বন্ধনের উৎসবে তাদের সামিল করতে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয় গৌতম গোস্বামী। তাদের রাখী পরিয়ে উৎসবে সামিল করার পাশাপাশি কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তিনি, এবং সকলকে এ পরিবারের পাশে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার আবেদন করেন গৌতম গোস্বামী

জেলা প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস পালন

মালদা ঃ জেলা প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস পালন। উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক জামিল ফাতেমা বেওয়া সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও পৌরসভার কাউন্সিলরা। সকাল দশটা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্গ প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও সভাধিপতি সহ অন্যান্য সদস্যারা চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরীকে রাখি পরান। পরে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন পথ চলতি মানুষ, গাড়ি চালক, রিক্সা চালক সহ পুলিশ কর্মীদের রাখি পরার এবং মিষ্টিমুখ করান। মন্ত্রী এবং চেয়ারম্যান বলেন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে রাখি বন্ধন উৎসব। তাই আগামী দিনে সকলে একত্রিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচাতে হবে।

গাছকে রাখি পরিয়ে প্রকৃতি বাঁচানোর বার্তা স্কুল পড়ুয়াদের

মালদা ঃগাছকে রাখি পরিয়ে প্রকৃতি বাঁচানোর বার্তা স্কুল পড়ুয়াদের। সারা ভারতের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও পালিত হচ্ছে রাখি উৎসব। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোড়াপীর এলাকায় একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাখি পড়ালো গাছকে। অভিনব কায়দায় রাখি উৎসব পালন তাদের। বুধবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছকে রাখি পরিয়ে উৎসবের শামিল হয় স্কুল পড়ুয়ারা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বুদ্ধদেব দাস এবং স্কুল ছাত্রী বর্ণা তালুকদার জানিয়েছে, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে গাছ। করোনাকালে অক্সিজেনের অভাবে বোঝা গিয়েছিল গাছ পৃথিবীর জন্য কত প্রয়োজন। তাই গাছকে ভাই মনে করে রাখি পরিয়ে তাদের রক্ষা করার বার্তা দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহরে বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে রাখি বন্ধন উৎসব। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই বন্ধন উৎসব পালিত হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরে। রাস্তায় বেরিয়ে একে অপরকে রাখি পড়িয়ে সৌভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন সকলে।

রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরের কলেজপাড়া এলাকার বাসিন্দারা পথ চলতি মানুষ সহ টোটো চালকদের রাখি পড়িয়ে এই দিনটি পালন করছেন। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারকনাথ দাস। অন্যদিকে প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনকে রাখি পড়িয়ে দিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোনেরা। পাশাপাশি রাখি বন্ধন উৎসবে মেতে উঠেছেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ।

কোচবিহার শহরের এবার তৈরি হতে চলেছে লন্ডন টাওয়ারের আদলে ক্লক টাওয়ার

কোচবিহার ঃ ইতিমধ্যেই হেরিটেজের তালিকায় রয়েছে রাজার শহর কোচবিহার। কোচবিহার শহরের এবার তৈরি হতে চলেছে লন্ডন টাওয়ারের আদলে ক্লক টাওয়ার। কোচবিহার শহরকে সাজিয়ে তুলতে ইতিমধ্যেই কোচবিহার শহরের প্রবেশ দ্বারে তৈরি হয়েছে একটি গেট।

শিক্ষক দিবস বর্জন করে প্রতিবাদে সরব বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

শিলিগুড়ি ঃ শিক্ষক দিবস বর্জন করে প্রতিবাদে সরব বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। ২০২০ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, ছাত্র কমে যাওয়ার অজুহাতে ৮২০৭ টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত, শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি ও শিক্ষকদের প্রতি অশালীন আচরণ বন্ধ করা সহ একাধিক দাবি ও প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলো বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় ওই অবস্থান বিক্ষোভ আয়োজিত হয়।

মিজোরামে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সাথে দেখা করতে পৌঁছলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদা ঃ মিজোরামে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সাথে দেখা করতে পৌঁছলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। মঙ্গলবার দুপুরে মালদহের রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়ার চৌদুয়ার গ্রামে দলীয় জনপ্রতিনিধি সহ নেতৃত্বদের নিয়ে পৌঁছে যান সাংসদ। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। দিন কয়েক আগে মিজোরামে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনা ঘটে। এই রতুয়া দুই ব্লকের মোট ১৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সেই পরিবারগুলোর সাথে দেখা করে সমবেদনা জানানোর সাথে রাজ্যে কাজ না থাকা নিয়ে রাজ্যের সরকারকে আক্রমণ করেন বিজেপি সাংসদ

গোয়ালপোখরের পুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপকমিটি গঠন

উত্তর দিনাজপুর ঃ গোয়ালপোখরের পুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠন হল মঙ্গলবার। এই উপসমিতি গঠনের পর চার জন সঞ্চালক নির্বাচিত করা হয়। এই সঞ্চালকের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দায়িত্বের তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ সভাপতি পঞ্চায়েত সদস্যরা। এবং আগামীদেন মিলে মিশে এলাকার উন্নয়নের কাজ করার বার্তা দেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চা বাগানে চালু হলো অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাট ব্লকের ধুমচিপাড়া চা বাগানে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হলো। এদিন একটি অ্যাম্বুলেন্স বাগানে দেওয়া হয়। যার দেখভালের দায়িত্বে থাকবে বাগান কতৃপক্ষ।এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, জেলাপরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সহ বিশিষ্টজনেরা।এদিন সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক জানান এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আশেপাশের কয়েকটি চা বাগানেও প্রদান করা হবে।

আসামে কাজ করতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল এনায়েতপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিক

মালদা ঃ আসামে কাজ করতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল এনায়েতপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিক। জানা গেছে আনুমানিক গত দু'মাস আগে শফিকুল মমিনের ছেলে ছোটু মমিন কাজ করতে গিয়েছিল আসামে। সেখানে টাওয়ার থেকে পড়ে মারা যায় বলে দাবি পরিবারের। ছোটু মমিন কিছুদিন আগে থেকে নঘরিয়া এলাকায় থাকতেন। পরিবারের অভিযোগ এখানে কাজ না থাকাই বাইরে কাজ করতে যেতে হয়েছিল ছোটু মোমিনকে। ছোটু মমিনের বয়স আনুমানিক ২১ বছর।

আলিপুরদুয়ার জেলা হওয়ার দীর্ঘ ৯ বছর পর আলিপুরদুয়ার জেলা জজ দায়িত্বভার গ্রহন করলেন

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা হওয়ার দীর্ঘ ৯ বছর পর আলিপুরদুয়ার জেলা জজ দায়িত্বভার গ্রহন করলেন।আলিপুরদুয়ার জেলা জজ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন বিভূতি খেশাং।এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি দায়িত্বভার নেন।এতদিন জলপাইগুড়ি জেলার উপরই নির্ভর করতে হত।জেলার মানুষদের কে বিচার পেতে ছুটতে হত জলপাইগুড়ি। আলিপুরদুয়ারে জেলা জজ দায়িত্বভার নেওয়ায় খুশি আইনজীবীরা।

ফের ডুয়ার্সের আইবিল চা বাগানে উদ্ধার চিতাবাঘের দেহ, উদ্বিগ্ন বনদপ্তর

জলপাইগুড়ি ঃ ফের পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হলো মেটেলি ব্লকের আইবিল চা বাগানে। মঙ্গলবার সকালে বাগানের মেইন ডিভিশনের ১৬ নম্বর সেকশনের একটি নালা থেকে উদ্ধার হয় চিতাবাঘের দেহটি। খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বাগানের চা শ্রমিকরা। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তর এর খুনিয়া স্কোয়াডে।জানা যায় এদিন বাগানের চা শ্রমিকরা ১৬ নম্বর সেকশনে কাজ করতে এসে দেখেন চিতাবাঘের দেহ পড়ে রয়েছে নালায়। এরপরই বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হয়।চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে লাটাগুড়ি প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

প্রচুর কফ সিরাপ সহ ভুটানের নাগরিক সহ ২ নাগরিক গ্রেফতার

আলিপুরদুয়ার ঃপ্রচুর কফশিরাপ সহ ভুটান সীমান্ত জয়ঁগা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করল জয়ঁগা থানার পুলিশ তার মধ্যে একজন ভুটানের নাগরিক ।মঙ্গলবার রাতে গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে জয়ঁগা থানার পুলিশ জয়ঁগা ভুলন চৌপথি হেলিপ্যাড গ্রাউণ্ড এলাকায় একটা ছোটো গাড়ি আটক করে এবং সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর নিষিদ্ধ কফশিরাপ উদ্ধার হয় এবং এই ঘটনায় দেওকোটা টোলের বাসিন্দা ধর্মপ্রকাশ গুপ্তা এবং ভুটানের পারো এলাকার কর্মা তেনজিং কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মঙ্গলবার অভিযুক্তদের কোর্টে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

অক্সিজেন সিলিন্ডার যন্ত্রাংশ ফেটে আতঙ্ক ছড়ালো হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে

কোচবিহার ঃ অক্সিজেন সিলিন্ডারের যন্ত্রাংশ ফেটে আতঙ্ক ছড়ালো তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনায় এতটাই হৈচৈ পড়ে যায় ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। জানা যায় মঙ্গলবার দুপুরে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে মহিলা ওয়ার্ডে লাইলী বিবির মেয়ে শ্বাসকষ্ট রোগের কারণে ভর্তি রয়েছে এবং তাকে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মাধ্যমে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল হঠাৎ করেই সেই অক্সিজেনের যন্ত্রাংশ ফেটে বিকট শব্দ হয় সেই বিকট শব্দে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সমস্ত রোগীরা মহিলা ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসে। ছুটোছুটি শুরু হয় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ও তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও পরবর্তীতে বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার পর আবার রোগীরা হাসপাতালে প্রবেশ করে। হাসপাতালে সুপার জানান আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। অক্সিজেনের মশ্চারাইজার কিট কোন কারনে ফেটে গিয়েছে তার থেকেই বিকট শব্দ হয় এবং রোগীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কি করে এই ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ কাফ সিরাফ বোঝাই পিকআপ ভ্যান আটক করলো গ্রামবাসী

কোচবিহার ঃ প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার অবৈধ কাফ সীরাফ বোঝাই একটি পিকাপ ভ্যান আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলো গ্রামবাসীরা । এমনি ঘটনা ঘটেছে মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা সীমান্তবর্তি রাজ্যের ১২ নং জাতীয় সড়কের পাশে । সূত্রের খবর আজ ভোর পাঁচটা নাগাদ চ্যাংড়াবান্ধা হক মঞ্জিল সংলগ্ন পনিশালা মোর এলাকায় ময়নাগুড়ি থেকে মাথাভাঙ্গা গামি জাতীয় সড়কের পাশে একটি পাথরের বেড়ে পিকআপ ভ্যানটিকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় পথচারীদের ভ্যান চালকের কোথায় অসঙ্গতি থাকায় পথচারীরা ভিড় জমালে পিকআপ ভ্যান রেখে পালিয়ে যায় চালক , তার একটু পরেই আর একটি গাড়ি করে অন্য পাঁচ যুবক ভ্যানটি নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে এলে এলাকার লোকজন তাদের আটক করে খবর দেয় স্থানীয় প্রধানকে । প্রধান এসে পুলিশে খবর দিলে ঘটনস্থলে পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এর বাসভবনে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব

কোচবিহার ঃ বুধবার ভেটাগুঁড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এর বাসভবনে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। ১৩ বেঙ্গল বিএন এনসিসি এর উদ্যোগে রাখি পূর্ণিমার বিশেষ দিনে আয়োজিত হয় রাখি বন্ধন উৎসব। এদিন এনসিসি ক্যাডেটরা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রমাণিকের বাড়িতে যায় এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কে রাখি পরিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে। এদিন এই রাখি বন্ধন উৎসবে শামিল হয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক প্রত্যেকের হাতে উপহার তুলে দেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাশাপাশি এনসিসির ক্যাডেটরা এদিন সেখানে থাকা নিশীথ প্রামাণিকের নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে রাখি পড়ায়।

কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজে আনুষ্ঠানিক ভাবে আজ উদ্বোধন হলো ট্রোমা কেয়ার ইউনিট

কোচবিহার ঃ কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজে আনুষ্ঠানিক ভাবে আজ উদ্বোধন হলো ট্রোমা কেয়ার ইউনিট। আজ ফিতা কেটে এই ট্রোমা কেয়ার ইউনিট এর উদ্বোধন করেন মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান সহ হাসপাতালের বিভিন্ন আধিকারিকরা। ২০ শয্যা বিশিষ্ট এই ট্রোমা কেয়ার ইউনিট চালু হওয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানাযায় ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যায় করে এই ট্রোমা কেয়ার ইউনিট টি তৈরি করা হয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ রয়েছে দুটি ওটি।

কোচবিহার জেলা ও পৌর যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহার লেন্স ডাউন হলে অনুষ্ঠিত হল রাখি বন্ধন উৎসব

কোচবিহার ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে এবং কোচবিহার জেলা ও পৌর যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহার লেন্স ডাউন হলে অনুষ্ঠিত হল রাখি বন্ধন উৎসব । এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান । এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহসভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা । কোচবিহারের লেন্স ডাউন হলে এদিনের এই অনুষ্ঠান রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা পাঠ, নৃত্যের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয় ।

কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়ীদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করা যাবে না ‐ শুভেন্দু অধিকারী

শিলিগুড়ি ঃ কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়ীদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করানো যাবে না,বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে এমনি মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বুধবার দুপুরে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন সেখান সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে তিনি বলেন,বেশ কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়ীদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করানো হচ্ছে,তা কখনোই করানো যাবে না।এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিষয়ে তিনি বলেন,আগে ১৫কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়েছিল যে যথেষ্ট ছিল না তবে আজ জানানো হয়েছে আরো ১৫কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হবে।তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মত নির্বাচন হবে না শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ব্রাজিলে বৃষ্টি, ধস, বন্যায় মৃত ২১

ব্রাজিল ঃ প্রবল বৃষ্টির পর ধস ও বন্যায় নাজেহাল ব্রাজিল। এখনো পর্যন্ত ২১ জন মারা গেছেন। ছয় হাজার মানুষকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, দক্ষিণ ব্রাজিল ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে। অন্তত ২১ জন মারা গেছেন। রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলেতে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ১২ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি পড়েছে। মুখপাত্র জানিয়েছেন, জল কিছুটা কমার পর সেখানে ১৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে বন্যা ও ধসে ২১ জন মারা গেছেন। কয়েকশ মানুষের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। গত সোমবার থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। ছয় হাজারের বেশি মানুষ ঘড় ছাড়তে বাধ্য হন। কারণ, বৃষ্টির পরেই শুরু হয় বন্যা ও ধস। লুয়ানা দা লুজ শহরের এক বাসন্দা বলেছেন, ''সকাল থেকে বন্যার জল বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আমরা উঁচু জায়গায় জিনিসপত্র রাখতে শুরু করি। তাতেও কোনো লাভ হয়নি।'' নোভা বাসানো শহরের বাসিন্দা রেগিনাটো বলেছেন, তিনি সব হারিয়ে বিপর্যস্ত বোধ করছেন। তার বাড়িতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা জানিয়েছেন. তিনি ও তার সরকার সাধারণ মানুষের পাশে আছে। সরকার তাদের সবরকম সাহায্য করবে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আবহাওয়া অফিস বলেছে, আরো বৃষ্টি হতে পারে। তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।

লন্ডনের পাড়ায় সৌরশক্তি ব্যবহারের অভিনব উদ্যোগ

লন্ডন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির যে কোনো বিকল্প নেই, সেটা এখন সংশয়ের ঊর্দ্ধে। লন্ডনের এক পাড়া নিজস্ব উদ্যোগে সৌরশক্তি ব্যবহার করে সমাধানসূত্রের এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির যে কোনো বিকল্প নেই, সেটা এখন সংশয়ের ঊর্দ্ধে। লন্ডনের এক পাড়া নিজস্ব উদ্যোগে সৌরশক্তি ব্যবহার করে সমাধানসূত্রের এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে।

অবশেষে নতুন সোলার প্যানেল এসে গেছে। ফলে পথের আলোকবাতি নিজস্ব শক্তি উৎপাদন করতে পারবে। লন্ডনের পূর্বাংশের লিনমাউথ রোডের বাসিন্দারা প্রায় দুই বছর ধরে সেই লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। তাঁরা প্রতিবেশীদেরও সেই উদ্যোগে শামিল করার চেষ্টা চালিয়েছেন। আজ তাঁদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। শিল্পী হিসেবে হিলারি পাওয়েল বলেন, ''কিছু একটা হতে চলেছে, জানালায় পাওয়ার স্টেশনের পোস্টার, এমন চাপ তো ছিলই। তাই সেই লক্ষ্য পূরণ হবার প্রথম মুহূর্ত অবশ্যই আনন্দের। মনও হালকা হয়।''

চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রকল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা ড্যান এডেলস্টিন নিজেদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বলেন, ''আমরা গোটা রাস্তার জন্যই সোলার প্যানেল চেয়েছিলাম। কিন্তু দ্রুত বুঝলাম, যে সেটা সম্ভব হবে না। সবাইকে বুঝিয়ে শুরুতে রাজি করানো সত্যি কঠিন হবে।''

শিল্পী হিসেবে হিলারি পাওয়েল ও ড্যান এডেলস্টিনের মাথায় এই আইডিয়া এসেছিল। প্রথমে তাঁরা গোটা পথের আলোকবাতি একটি গ্রিডের সঙ্গে সংযোগের আশা করেছিলেন। কিন্তু কয়েকটি বাড়ির ছাদ সোলার প্যানেল বসানোর উপযুক্ত ছিল না। কয়েক জন প্রতিবেশীও সেই উদ্যোগে শামিল হতে চান নি। তবে লিনমাউথ রোডের ২৫টি পরিবার অংশ নিয়েছিলো। ড্যান বলেন, ''আমার মতে ব্রিটেনজুড়ে অনেক লাখ মানুষ জলবায়ু সংকট সমাধানের লক্ষ্যে অর্থ ঢালতে চায়। এখানকার মতো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সমাধানসূত্র তুলে ধরলে সাধারণ মানুষের মনে ধরে।''

অ্যাকটিভিস্টদের মতে, জলবায়ু সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকারের এমন উদ্ভাবনশীল পরিবেশ সৃষ্টির মতো উন্নয়ন প্রকল্পে মদত দেওয়া উচিত। ড্যান এডেলস্টিন বলেন, ''আমাদের বিপুল অংকের অর্থের প্রয়োজন। বাসভবন, বাসা বা ব্যবসার জায়গাকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে হলে মানুষকে হয় সমান অংকের অর্থ বা ভরতুকি দিতে হবে।''

হিলারি ও ড্যান সোলার প্যানেল বসানোর দৃশ্যের ভিডিও তুলছেন। সেটাই 'সৌর সড়ক' সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ। তাঁদের প্রতিবেশী অ্যাঞ্জেলার আশা, সোলার প্যানেল তাঁর বিদ্যুতের বিল কমাতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, ''ছাদের উপর প্যানেল সফল হলে সেটা আমাদের গ্রহের জন্য অনেক ভালো হবে। মানুষ তার সুফল দেখতে পারবে। এটা সূচনামাত্র। অবশ্যই বিল অনেক কমে যাবে।''

বর্তমানে এমন সৌরশক্তিচালিত ঘরবাড়ি সেখানে বিরল দৃষ্টান্ত। 'অক্টোপাস এনার্জি' নামের ব্রিটেনের এক বড় বিদ্যুৎ কোম্পানি এ ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে নিজেদের পথিকৃৎ হিসেবে দাবি করছে। কোম্পানির প্রতিনিধি নিল উলি বলেন, ''ব্রিটেনের গ্রিড সিস্টেম সবচেয়ে সেকেলে প্রণালীগুলির মধ্যে পড়ে। পুরোপুরি জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। সন্ধ্যা ছয়টার মতো পিক টাইমে, যখন মানুষ বাসায় ফিরে রাতের খাবার রান্না করে, তখন সেই চাহিদা মেটাতে গ্রিডে কয়েকশো জেনারেটর চালাতে হয়। ফলে মারাত্মক মাত্রায় দূষণ ঘটে। সেটা খুব দামীও বটে।''

চলচ্চিত্র পরিচালক ড্যান এডেলস্টিন বলেন, এখন থেকে এমন রান্নার জন্য শক্তি সরাসরি নিজের ছাদ থেকেই আসবে। তাঁর মতে, ''পথের বাকি বাসাগুলি প্রথম দশ থেকে বিশটি বাসায় সোলার প্যানেল বসতে দেখবে এবং বুঝবে, যে এই আইডিয়া অবশ্যই কার্যকর করা যায়। কয়েকজন শিল্পী মিলে অবাস্তব কোনো পরিকল্পনা করেনি। তখন আশা করি আরো মানুষ এমনটা করতে চাইবে। সেইসঙ্গে বেশি পরিমাণে সরঞ্জাম কেনার মাধ্যমে আমরা অর্থের সাশ্রয় করতে পারবো বলে আমরা আশা করছি। তখন অন্যান্য পাড়াও এই উদ্যোগে শামিল হবে।''

এটা শুধু সূচনা বলে আশা করছেন হিলারি পাওয়েল ও ড্যান এডেলস্টিন। গোটা শহরে মানুষের হাতেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাবিকাঠি তুলে দেওয়া তাঁদের স্বপ্ন।

শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি বিএনপি নেতা চাঁদের জামিন নামঞ্জুর, কারাগারে প্রেরণ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে কিশোরগঞ্জে দায়ের করা মামলায়, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদের রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে, কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১টার দিকে কিশোরগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম রাশিদুল আমিন এ আদেশ দেন। এর আগে, কোর্ট উপপরিদর্শক অজিত কুমার সরকার, বিএনপি নেতা চাঁদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। অপরদিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি মো. জালাল উদ্দিন বিএনপি নেতা চাঁদের পক্ষে জামিন আবেদন করেন। শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেয়ার অভিযোগে, কিশোরগঞ্জে দায়ের করা মামলায় রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদকে সোমবার আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়ে কারাগারে পাঠনোর আদেশ দিয়েছিলেন।

হিজাব আইন লঙ্ঘনের কারণে ইরানে ওয়াটার পার্ক বন্ধ, বলছে গণমাধ্যম

তেহরান ঃ ইরানে বাধ্যতামূলক হিজাব ছাড়া নারীদেরকে ওয়াটার পার্কে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার কারণে একটি ওয়াটার পার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সোমবার স্থানীয় গণমাধ্যম এ সংবাদ জানায়। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কঠোর পোশাক নীতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ নারী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাস ধরে কর্তৃপক্ষের নেয়া পদক্ষেপের এটি একটি অংশ। ঐ কমপ্লেক্সের ম্যানেজার বাবাই কর্তৃপক্ষকে উদ্ধৃত করে বলেছেন তারা সতীত্ব এবং হিজাব আইন উপেক্ষা করার কারণে পার্কটি বন্ধ ঘোষণা করেছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর ১৯৮৩ সাল থেকে ইরানে নারীদের জন্য মাথা এবং ঘাড় ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। বাবাই জোর দিয়ে বলেছেন, পার্কটি আইন মেনে চলে এবং নিয়মিত নারী দর্শকদের হিজাবের নিয়মগুলো অনুসরণ করার জন্য সতর্ক করে। বাবাই ফার্সকে বলেছেন, পার্কে কর্মরত প্রায় ১ হাজার মানুষ তাদের চাকরি হারানোর বিষয়ে উদ্বিগ্ন। মোঝায়ে খোরোউশান কমপ্লেক্স ৬০ হাজার বর্গ মিটার (৭০ হাজার বর্গ গজের বেশি) বিস্তৃত। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ইনডোর ওয়াটার পার্কগুলোর মধ্যে একটি। গত বছর ১৬ সেপ্টেম্বর ২২ বছর বয়সী এক নারীর পুলিশ হেফাজতে মৃতুর কারণে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানে নারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে পোশাক নীতি লঙ্ঘন করেছে। মাহসা আমিনি নামের উক্ত ইরানি কুর্দি পোশাকের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। গত কয়েক মাস ধরে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়ম না মানলে ব্যবসাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং লঙ্ঘন নিরীক্ষণের জন্য সর্বজনীন স্থানে ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। জুলাই মাসে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আইন উপেক্ষাকারীদের ধরার লক্ষ্যে পুলিশের টহল বৃদ্ধি করেছে বলে জানিয়েছে।

সরকারের অর্থ অপচয় না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকাঃ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কেউ যেন অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় কেউ যেন অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় তিনি এ নির্দেশনা দেন। সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বৃত্ত করে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জমির বাজার মূল্যের চেয়ে ৩ গুণ বেশি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন রাতারাতি কেউ অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে ক্ষতিপূরণ দাবি না করতে পারে।'' প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যেন নকশার পরিবর্তন না করতে হয় তাই উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রকল্পের নকশা তৈরি করার সময় আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারকে একনেকের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো। খুব শিগগিরই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেলের অবশিষ্ট অংশ চালু করা হবে বলে জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

সম্পাদকীয়

ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিশেষ টিকিট তুলে দিল অমিতাভ বচ্চনের হাতে

ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে। মঙ্গলবার ৫ অগাস্ট বিসিসিআই অর্থাৎ ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। এরইমধ্যে আরও বড় চমক দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপ শুরুর এক মাস আগে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের আইকন তথা বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের হাতে বিশ্বকাপের গোল্ডেন টিকিট তুলে দিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ।

অমিতাভ বচ্চনের ক্রিকেট প্রীতির কথা ভারতের কারও অজানা নয়। রুপোলি দুনিয়ার মানুষ হলেও ২২ গজ নিয়ে তার অগাধ আগ্রহ, প্যাশন। আর সেই কারণেই বিশ্বকাপ শুরুর আগেই এদিন তাকে সম্মান জানাল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। অমিতাভ বচ্চনের হাতে সেই গোল্ডেন টিকিট তুলে দেওয়ার ছবি পোস্ট করে ক্রিকেট বোর্ড লিখেছে, সোনালি তারকার হাতে সোনালি টিকিট। মাননীয় বিসিসিআই সচিব জয় শাহের মাধ্যমে সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চনের হাতে বিশ্বকাপের গোল্ডেন টিকিট তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি। কিংবদন্তি এই শিল্পী আদ্যোপান্ত ক্রিকেট অনুরাগী। তাই খেলার মাঠে ওর সমর্থন আমাদের দলকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। উল্লেখ্য, এদিন শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে জাতীয় দলের নির্বাচক অজিত আগরকার এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন। সেই দলে সুযোগ পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুরের মত তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা। তবে আশ্চর্যজনকভাবে বাদ গিয়েছেন সিনিয়র ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এবার ঘরের মাঠে অর্থাৎ ভারতে বিশ্বকাপ। সেখানে অশ্বিনের মত অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের প্রয়োজন ছিল বলেই মনে করছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

জানা অজানা

সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছ থেকে ৫ বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের আশা করছে পাকিস্তান

সোমবার পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ৫ বছরের মধ্যে নগদ অর্থের অভাবে থাকা পাকিস্তানে ২৫ বিলিয়ন ডলার করে বিনিয়োগ করবে। আনোয়ার উল হক কাকার সোমবার গভীর রাতে ইসলামাবাদভিত্তিক বিদেশী সাংবাদিকদের একটি দলকে বলেন, খনি ও খনিজ, কৃষি, প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং তথ্য প্রযুক্তির মতো বিভিন্ন খাত এই বিনিয়োগ পাবে। তিনি এর বিস্তারিত কিছু বলেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিনিয়োগ সুবিধা কাউন্সিল বা এসআইএফসির তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য নতুন একটি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কৌশল এর অংশ। জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত এই কাউন্সিলে পাকিস্তানের বেসামরিক ও সামরিক নেতৃত্ব রয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান অসীম মুনির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর করাচিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য দেয়ার এক দিন পর কাকার বক্তব্য রাখেন। তিনি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে ১ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য এসআইএফসির সম্ভাবনার ওপর জোর দেন। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কর্মকর্তারা কাকারের দাবির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি। সোমবার কথা বলার সময় কাকার তেহরিক ই ইনসাফ বা পিটিআই নামে পরিচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরোধী দলের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের পক্ষ সমর্থন করেন। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে হামলায় মে মাসে রাস্তায় বিক্ষোভ করার অভিযোগে হাজার হাজার পিটিআই সমর্থক এবং নেতাদেরকে আটক করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা কয়েকটি সেনা স্থাপনা ভাংচুর করে।কাকার এই সহিংসতাকে সামাজিক শৃঙ্খলার ওপর আক্রমণ বলে নিন্দা জানান।

সনাতন ধর্মকে নির্মূল করার কথা বলে বিতর্কে তামিল নেতা

সনাতন ধর্মকে নির্মূল করার কথা বলে পুরো ভারত জুড়ে এক ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্তালিনের পুত্র উদয়নিধি স্তালিন। তিনি ওই রাজ্যের একজন মন্ত্রীও। চেন্নাইতে লেখক শিল্পীদের এক সভায় মি. স্তালিন বলেন, মশা, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া বা করোনা ভাইরাসের মতো জিনিসের বিরোধিতা করা যায় না, এগুলিকে নির্মূল করতে হয়। সনাতন ধর্মও এরকম। এর বিরোধিতা না করে এটিকে নির্মূল করা উচিত।তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদ শুধু যে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি করছে, তা নয়। কংগ্রেসের একাধিক নেতা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সহ বিরোধী দলগুলিও 'সনাতন ধর্ম' নিয়ে করা উদয়নিধি স্তালিনের বক্তব্য খণ্ডন করেছে।

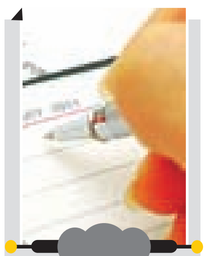

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

বিজেপি নেতা ও দলের তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালবীয় বলছেন যে সনাতন ধর্মকে 'নির্মূল' করার কথা বলে ভারতে বসবাসকারী ৮০ শতাংশ মানুষ যে সনাতন ধর্ম মেনে চলেন, তাদের আসলে 'গণহত্যা' করার কথা বলেছেন ওই তামিল নেতা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় সব নেতা নেত্রীই বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন।

তারা মনে করছেন যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'নির্মূল' করার কথা বলা হয়েছে।

তবে সনাতন ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম এক না পৃথক, সনাতন ধর্ম কী, তা নিয়ে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মত পার্থক্য আছে।

সনাতন ধর্ম নিয়ে কী বলেছেন স্তালিন?

চেন্নাইতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন তামিলনাডু প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সমিতির একটি সভায় উদয়নিধি স্তালিন বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন সম্প্রতি।

ওই সভার নামই ছিল 'সনাতন বিলুপ্তি সম্মেলন'।

সেখানে মি. স্তালিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএসের অবদান শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্র সংকলন প্রকাশ করেন। এরপরে তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, এই সম্মেলনের শিরোনামটি খুব ভাল। 'সনাতন বিরোধী সম্মেলনের' পরিবর্তে, আপনারা 'সনাতন বিলুপ্তি সম্মেলন' আযোজন করেছেন। এর জন্য আমার অভিনন্দন। আমাদের কিছু জিনিস শেষ করতে হবে।'

আমরা এগুলোর বিরোধিতা করতে পারি না। মশা, ডেঙ্গু জ্বর, ম্যালেরিয়া, করোনা ভাইরাস ইত্যাদির বিরোধিতা করা উচিত নয়, আমাদের উচিৎ এগুলো নির্মূল করা। সনাতন ধর্মও এরকম। তাই এর বিরোধিতা না করে এটাকে নির্মূল করা উচিত। সনাতন সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে, তার ভাষণে বলেন মি. স্তালিন।

বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালবীয় ওই ভাষণের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যম এক্স (আগেকার টুইটার) - এ প্রকাশ করে লেখেন, উদয়নিধি স্তালিন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিনের পুত্র এবং ডিএমকে সরকারের একজন মন্ত্রী, সনাতন ধর্মকে ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গির সঙ্গে তুলনা করছেন।

তার মতে (মি. স্তালিনের) এগুলোর শুধু বিরোধিতা নয়, নির্মূল করতে হবে। স্বল্প কথায়, ভারতের ৮০ মানুষ যে সনাতন ধর্ম অনুসরণ করে, তাদের গণহত্যা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, এক্স-এ লিখেছেন মি. মালবীয়।

ওই পোস্টে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে বিরোধী দলগুলির জোটের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ডিএমকে এবং কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির শীর্ষস্থানীয় সব নেতারাই মি. স্তালিনের বক্তব্যের প্রবল বিরোধিতায় নেমেছেন।

অমিত শাহ রাজস্থানে এক নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন, এক মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র সনাতন ধর্ম নির্মূল করার কথা বলছেন। এরা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং তুষ্টিকরণের জন্য সনাতন ধর্মকে নির্মূল করতে চাইছেন। আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সনাতন ধর্মের অপমান এটা।

মি. স্তালিনের বক্তব্যের সূত্রে কংগ্রেস এবং বিরোধী দলীয় জোট 'ইন্ডিয়া'কেও আক্রমণের নিশানা করছেন বিজেপি নেতা নেত্রীরা।

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মি. স্তালিনের ভাষণ নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য না করলেও দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল বলেছেন, আমরা সর্বধর্ম সমভাবে বিশ্বাস করে। এটা কংগ্রেসের চিন্তাধারা, কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই স্বাধীন চিন্তাধারার স্বাধীনতা আছে।

'ইন্ডিয়া' জোটের আরেক গুরুত্বপূর্ণ শরিক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কারও নাম না নিয়ে বলেছেন কারও ধর্মীয় ভাবনায় আঘাত লাগে, এমন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়।

তার কথায়, আমি সনাতন ধর্মকে সম্মান করি। তামিলনাড়ুর মানুষদের প্রতিও আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার অনুরোধ ধর্মের ভাবাবেগটা অন্য ব্যাপার। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ। আমি সনাতন ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। চার্চ, মন্দির, মসজিদে যাই। আমাদের এমন কিছুতে সামিল হওয়া উচিত নয়, যার ফলে কারও ভাবাবেগে আঘাত লাগে।

বিজেপির আক্রমণের মুখে পড়ে মি. স্তালিন বলছেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গণহত্যার কথা আমি কখনই বলি নি। সনাতন ধর্ম আসলে একটা ভাবধারা, যা মানুষকে জাতি আর ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করে।

তিনি যা যা বলেছেন, সেই বক্তব্যেই অনড় থাকছেন, এমনটাও বলছেন তিনি। ওই বক্তব্যের জন্য যদি কোনও আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়তে হয়, তা মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত এমনটাও জানিয়েছেন উদয়নিধি স্তালিন।

বিজেপি উদয়নিধি স্তালিনের বক্তব্যকে হিন্দু বিরোধী বলে কড়া প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে যে সনাতন ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম এক কী না, তা নিয়ে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ও পশ্চিমবঙ্গ বৈদিক অ্যাকাডেমির সচিব নব কুমার ভট্টাচার্য বলছেন, হিন্দু ধর্মই সনাতন ধর্ম। তবে পরম্পরা হিসাবে এই সনাতন ধর্ম বৈদিক যুগেরও আগে থেকে চলে আসছে। তার কথায়, এটা একটা জীবনধারা, যা পরম্পরা হিসাবে আদি কাল থেকে চলে আসছে, পরে এর সঙ্গে ধর্ম মিলেমিশে গেছে।

এর মধ্যে যে শুধু ধর্ম আছে তা নয়। ধর্মের সঙ্গে পরম্পরাগত ভাবে আমাদের জীবনে যে আচার ব্যবহার চলে আসছে, সেই সব কিছু মিলিয়েই সনাতন ধর্ম। সনাতনীরাই হিন্দু, তবে হিন্দু নামটা অনেক পরে এসেছে, সেটা বিদেশিদের দেওয়া নাম। কাশীর পণ্ডিত সমাজ ১৮৭০ সালে একটা সভা করেন যেখানে তারা প্রশ্ন তোলেন যে তারা তো সনাতনী, তাদের কেন হিন্দু বলা হবে, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

পুরাণ বিশেষজ্ঞ শরদিন্দু উদ্দীপনও বলছিলেন, সনাতনী পরম্পরা আর্যরা ভারতে আসার আগে থেকেই ছিল। সনাতন ধর্ম যে একটা পরম্পরা, সেটা মি. ভট্টাচার্যের মতোই বলছিলেন মি. উদ্দীপনও। তবে তার ব্যাখ্যা একটু ভিন্ন।

আর্যরা আদতে ইউরেশীয় গোষ্ঠীর এবং তারা যে ভারতে এসেছিল, সেখানে আগে থেকেই একটা সভ্যতা ছিল। আর্যরা আসার আগে যে সভ্যতা বিরাজমান ছিল ভারতে, সেটাই সনাতন পরম্পরা। এই পরম্পরার কথা প্রথম লিপিবদ্ধ হয় ধম্মপদে। সনাতন শব্দটা প্রথম প্রকাশিত হয় মহামতি গৌতম বুদ্ধের মুখ থেকে। তিনি বলেছিলেন,

'নহি বেরেন বেরানি সমন্তীধ কুদাচনং।
অবেরেণ চ সম্মিনত এস ধম্মো সনন্তনো'

এর অর্থ হল, শত্রুতা দিয়ে শত্রুতা শেষ করা যায় না, ব্যাখ্যা করছিলেন শরদিন্দু উদ্দীপন।

তিনি আরও বলছিলেন যে গৌতম বুদ্ধ 'সনাতন' শব্দটার প্রথম উল্লেখ করেছিলেন, তার অর্থ এই নয় যে ভাবধারা হিসাবে 'সনাতন' তখনই সৃষ্ট হল।

বহু প্রাচীন কাল থেকে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বজদের সময় থেকে যে জীবন শৈলী চলে আসছে, সেটার কথাই তিনি উল্লেখ করেছিলেন, জানাচ্ছিলেন মি. উদ্দীপন।

দক্ষিণ ভারত, বিশেষত তামিলনাড়ুতে, হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দ্রাবিড়ীয় ভাবধারা খুবই জনপ্রিয় এবং ১৯৬৭ সালের পর থেকে ওই রাজ্যে দ্রাবিড় রাজনৈতিক দলগুলিই ক্ষমতায় থেকেছে।

গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে সামাজিক নেতা পেরিয়ারের হাত ধরে তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় ভাবধারার সূচনা হয়। তারই সূত্র ধরে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে আরেক জনপ্রিয় দ্রাবিড় নেতা আন্নাদুরাই প্রতিষ্ঠা করেন ডিএমকে দলটির।

উদয়নিধি স্তালিন, তার বাবা এবং দাদু, তিনজনই দ্রাবিড় নেতা। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিনের বাবা, চিত্রনাট্যকার এম করুণানিধিও দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগম বা ডিএমকের প্রধান এবং একাধিকবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন।

দ্রাবিড়ীয় রাজনীতির মূলে রয়েছে উত্তরভারতীয়, আরও বিশেষ করে বললে আর্য ভাবধারার সঙ্গে তাদের বিরোধ।

বিবিসি তামিল বিভাগের সম্পাদক থাঙ্গাভেল আপ্পাচি বলছিলেন, দ্রাবিড়ীয় রাজনীতির শুরুটাই হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা দিয়ে। পেরিয়ার যে দ্রাবিদার কাঝাগাম বা ডিকে গঠন করেছিলেন, তাদের মুল নীতি ছিল উত্তর ভারত বিরোধী, ব্রাহ্মণ বিরোধী, হিন্দি বিরোধী এবং নিরীশ্বরবাদ। পরবর্তীকালে ডিকে ভেঙ্গে যে ডিএমকে তৈরি হয় তারাও অনেকটা একই পথ অনুসরণ করে চলে।

ভগবানের নাম করা ছাড়া শান্তি লাভের অন্য কোনো পথ নেই

সুনীল কুমার দে

ভগবানের নাম করা ছাড়া ও মঠে, মন্দিরে যাওয়া ছাড়া শান্তি লাভের আর অন্য কোনো পথ নেই।কামিনী ও কাঞ্চনের সুখ কিছুদিনের জন্য মন কে খুশি ও আনন্দ দিতে পারে কিন্তু স্থায়ী ভাবে নয়।এমন একদিন আসবে যা আর ভালো লাগবে না।যারা নাস্তিক লোক,যারা ধর্ম ও ঈশ্বর মানেন না তারা আমার সাথে এক মত নাও হতে পারেন কিন্তু অনেক কেই দেখেছি উপরে বলেন,,আমি ঈশ্বর মানি না,ধর্ম মানি না আমি মন্দিরে যাই না অথচ তারাই আবার গোপনে ও লুকিয়ে ঘরে লক্ষী পুজো করে,সত্য নারায়ণ পুজো করে,দুর্গা পূজা করে।আমরা দেখেছি অনেক নাস্তিক কে আস্তিক হতে ও শেষ জীবনে মন্দিরে মাথা ঠুকতে ও ভগবানের নাম করতে।আমরা দেখেছি দস্যু রত্নাকর কে বাল্মীকি হতে,আমরা দেখছি দস্যু আঙ্গুলিমাল কে বৌদ্ধ ভিক্ষুক হতে,আমরা দেখেছি মাতাল ও গুন্ডা জগাই মাধাই কে হরিনাম করতে,আমরা দেখেছি নাস্তিক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে বকলমা দিতে ও ভগবানের নামে কাঁদতে।আরো কত উদাহরণ আছে যা বলে শেষ করা যাবে না।যখন শান্তির সব দরজা বন্ধ হয় তখন ভগবানের কথা মনে পড়ে।সবার দুয়ার বন্ধ হলে তখন প্রভুর দুয়ার খুলে।যখন আপন পর হয়ে যায়, মিত্র শত্রু হয়ে যায়,যখন শরীরের তেজ,বল,সৌন্দর্য্য শেষ হয়ে তখন ভগবানের কথা মনে পড়ে।যখন সারা পৃথিবী টা শয়তানের রাজত্ব বলে মনে হয় তখন ভগবানের কথা মনে পড়ে।যখন ভোগ বাসনা,লালসা আলুনি লাগে তখন মানুষ শান্তি খুঁজে ও ভগবান কে ডাকে।যখন বিপদে সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন ভগবানের কথা মনে পড়ে।ভগবান কে একবার ভালোবাসতে পারলে তিনি সারা জীবনের জন্য আপন হয়ে যান।একদিন সবাই কে ভগবানের পথে আসতে হবে।শান্তি ও আনন্দ লাভের অন্য কোনো আর পথ নেই।

সাময়িকী

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ

কংসের কারাগারে এলো নারায়ণ

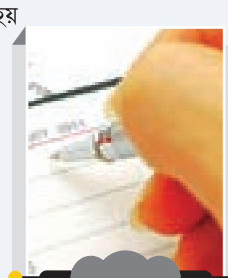

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

যখন ধর্মের গ্লানি হয়,দুষ্টদের অত্যাচার বাড়ে, ভক্তেরা লাঞ্চিত হয় তখন আমি মানব শরীর ধারণ করে অবতার হয়ে অবতীর্ন হই ধর্ম কে স্থাপন করার জন্য,দুষ্টদের দমন করার জন্য ও ভক্তদের রক্ষা করার জন্য,,এ কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন দ্বাপর যুগে গীতাতে অর্জুন কে।কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আগে ও ভগবানের অনেক অবতার হয়েছে।পুরানে দশ অবতারের কথা আছে যেখানে কৃষ্ণ অবতারের কথা,চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ অবতারের কথা নেই।কৃষ্ণের পরিবর্তে বলরামের কথা আছে যিনি বিষ্ণুর নয়,শেষ নাগের অবতার ছিলেন।কলকি অবতার এখনো হয় নি কিন্তু তাকে দশ অবতারের মধ্যে রাখা হয়েছে।ভাগবতে ২৪ অবতারের কথা বলা হয়েছে যেখানে কৃষ্ণ অবতারের কথা আছে।আসলে বিষ্ণু বা নারায়নই সব অবতার হয়েছেন যুগে যুগে কৃষ্ণনয়।কৃষ্ণ নাম টি দ্বাপর যুগে মহামুনি গর্গ দিয়েছিলেন।আমাদের হিন্দু ধর্মে এতো বেশি শাস্ত্র যে নানা মুনির নানা মত তাই সাধারণ মানুষ কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় এইভেবে।তাই এ যুগে ভগবান রামকৃষ্ণ দেব কে বলতে হয়েছে,যত মত তত পথ।ব্যাস,সব ঝামেলা শেষ।

কৃষ্ণের যখন আবির্ভাব হয় দ্বাপর যুগে তখন পৃথিবী পাপে ভারাক্রান্ত ছিলো।চারিদিকে অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম।অসুর,রাক্ষসদের দাপাদাপি, ভক্তদের উপর অত্যাচার।তাই নারায়ণ কে পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে অনন্ত শক্তি নিয়ে কৃষ্ণ রূপে কংসের কারাগারে জন্ম নিতে হয়েছিলো।ভক্ত বসুদেব ও দেবকির অষ্টম পুত্র হলেন শ্রীকৃষ্ণ।আকাশ বাণী হয়েছিলো দেবকীর অষ্টম পুত্রের হাতে দূরাচারী কংসের বিনাশ হবে তাই রাজা কংস কারাগারে বসুদেব ও দেবকী কে বন্দি করে রেখেছিলো।ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে সেই দেব শিশুর জন্ম হয়।তার আগে একদিন নারায়ণ কারাগারে আবির্ভূত হয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন আমি তোমাদের ছেলে হয়ে তাড়াতাড়ি আসছি বলে।ঠিক একই সময়ে মহামায়া জন্ম গ্রহন করেন যশোদার গর্ভে।দৈব্য বাণী অনুসারে কৃষ্ণ কে নন্দের ঘরে রেখে দিয়ে মহামায়া কে বসুদেব নিয়ে আসেন।রাজা কংস যখন খবর পায় দেবকী সন্তান প্রসব করেছে তখন তাকে মারার জন্য কারাগারে ছুটে আসে কিন্তু ছেলের পরিবর্তে মেয়ে হয়েছে জেনে সন্দেহ হলেও শত্রু কে রাখা উচিত নয় বলে সেই মেয়ে কে মারার জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না।মহামায়া হাত থেকে পিছলে গিয়ে উপরে গিয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করে বললেন,,ওরে কৃষ্ণ তোরে ধ্বংস করিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।ব্যাস তাকে মারার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলো।প্রথমে পুতনা কে পাঠালো স্তনে বিষ মাখিয়ে।কৃষ্ণ এমন টান মারলেন যে পুতনার ভব লীলা সাঙ্গ হলো।এরপর আঘাসুর ,বকাসুর,তৃণাবর্ত আরো কত অসুর এলো কৃষ্ণ কে মারতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই প্রাণ হারালো।শেষে কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কংস কে বধ করে মথুরায় রাজা হলেন।তারপর গোপীদের নিয়ে বৃন্দাবনে লীলা করলেন।বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের মন হরণ করলেন।রাধার সাথে প্রেম লীলা করলেন।গোপীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের বস্ত্র হরন করলেন।রাধা কৃষ্ণ ও গোপী প্রেম নিয়ে অনেকেই কৃষ্ণ চরিত্রের সমালোচনা করেন কিন্তু কৃষ্ণ লীলা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা বড় কঠিন ।আসলে গোপীরা ছিলেন আগে জন্মে মুনি ঋষি।তারা ভগবান কে পতি রূপে পেতে চেয়েছিলেন

তাই ভগবান দ্বাপর যুগে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।তারপর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গেলেন।সেখানে রাজা হলেন।রাজ ধর্ম পালন করলেন।মহাভারতের যুদ্ধ হলো।ধর্ম আশ্রয়ী পাণ্ডবদের সাথে যোগ দিলেন।অর্জুনের রথের সারথী হলেন।তিনি যুদ্ধ এড়ানোর জন্য কৌরবদের কাছে মাত্র পাঁচ খানা গ্রাম চেয়েছিলেন কিন্তু দুর্যোধনের উক্তি ছিলো,,বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচগ্র মেদিনী।অবশেষে যুদ্ধ হলো।যুদ্ধে স্ববংশে ধ্বংস হলো দুর্যোধন।যথা ধর্ম তথা জয় এই বাণী উচ্চারিত হলো।কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে অমৃতময় কথা শুনালেন যার নাম হলো ভগবত গীতা যা সারা পৃথিবীর এক অমূল্য ধর্ম গ্রন্থ।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন,ধর্ম কে রক্ষা করলেন,দুষ্টদের দমন করলেন আবার ভক্তদের ত্রাণ করলেন।অবশেষে কৌরব বংশ ধ্বংশ হওয়ার কারন মনে করে সতী গান্ধারী তাকে অভিশাপ দিলেন।তিনি সতীর অভিশাপ মাথায় নিলেন।কুরু বংশ ধ্বংসের পর যদু বংশ ও ধ্বংশ হলো।ত্রেতাযুগের বালীর পুত্র অঙ্গদ দ্বাপর যুগে ব্যাধ রূপে জন্ম গ্রহন করে কৃষ্ণের পায়ে হরিণ ভেবে তীর মারলো।লীলা সাঙ্গ করে লীলাময় নিত্য ধামে চলে গেলেন।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নর দেহে ১২৫ বছর ছিলেন।তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম হয়েও ছিলেন একজন পূর্ণ মানব।শ্রীকৃষ্ণ কে অনুকরন বা অনুসরণ করা যায় না কারন তিনি নর দেহে থাকলেও তার মধ্যে ঈশ্বর ভাবের প্রকাশ বেশি ছিলো তাই ঈশ্বর কে অনুসরন করা যায় না।তাই তিনি বলেছেন,,আমি যা করেছি তা করতে যেও না আমি যা বলেছি তাই করো।তিনি গীতাতে সব কথা বলে গেছেন তাই গীতা কে আমাদের অনুসরণ করা উচিত।ভগবানের জন্ম হয় না তিনি আবির্ভূত হন লোক কল্যানের জন্য যুগে যুগে ও বারে বারে অবতার হয়ে।

আজ জন্মাষ্টমীর পুন্য লগ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম আর বলি,

হে কৃষ্ণ করুনা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎ পতে,
গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

একাংশ শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি এডিক্টেড হয়ে পড়েছেন, আন্দোলনের প্রতি এডিক্টেড থাকা ব্যক্তিরা আন্দোলন করবেনই বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে মহানগরে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক দিবস আয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শিক্ষক দিবসের এই দিনটিতেই একাংশ শিক্ষকের বিরুদ্ধে আক্রানাত্মক হয়ে উঠেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। শিক্ষক দিবসের দিনে একাংশ শিক্ষক এনপিএস বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদ নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন একাংশ শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি এডিক্টেড হয়ে পড়েছেন, আন্দোলনের প্রতি এডিক্টেড থাকা ব্যক্তিরা আন্দোলন করবেনই। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক ভয় এবং শঙ্কা নয় বরং শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ভরা হওয়া প্রয়োজন বলে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠান আয়োজন এর মাধ্যমে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি একাংশ আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য শিক্ষক দিবসের দিনেই একাংশ শিক্ষক এনপিএস বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদে ব্যস্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন একাংশ শিক্ষক আন্দোলনের করে ভালবাসেন। এটা তাদের নেশা হয়ে গেছে। তারা এডিক্টেড হয়ে পড়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে আন্দোলনের প্রতি এডিক্টেড থাকা ব্যক্তিরা আন্দোলন করবেনই। যারা আন্দোলন করে উপকৃত হন তারা আন্দোলন করবেন। এই ব্যক্তিরা আন্দোলন ত্যাগ করতে পারবেন না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন মূল কথা এটাই অসম সরকারের যে সেবা বিধি রয়েছে সেই অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষককে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিধি উলঙ্গা হলে আইন নিজের ব্যবস্থা নিজেই নেবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন যে সমস্যা গুলো আঃেদালনের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব সেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে নেওয়া শ্রেয়। তাছাড়া যেহেতু আসন্ন নির্বাচন রয়েছে ফলে এটাকে রাজনীতি করণ করা উচিত হবে না। এই বিষয়টি রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে রূপান্তর করা উচিত নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন রাজ্যের বিরোধী পক্ষ স্বপ্ন দেখছে তারা পরেরবার রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরবে। এক্ষেত্রে এই বিরোধীপক্ষ শিক্ষকদের উস্কানি দিচ্ছে। ফলে রাজ্যের শিক্ষক কিংবা কর্মচারীরা এভাবে বিরোধী পক্ষের উস্কানিতে পা দেওয়া সমীচীন হবে না। বিষয়টির রাজনীতি কারণ হওয়া উচিত নয়। সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়। ফলে আলোচনার মাধ্যমেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা উচিত বলে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

এদিকে মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড০ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে স্মরণ করে তিনি বলেন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের সম্পর্ক ভয় এবং শঙ্কা নয় বরং শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ভরা হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশের যোগাত্মক পরিবর্তনের কর্তৃত্বের অধিকারী প্রতিজন শিক্ষাগুরু। তিনি বলেন শিক্ষকদের দেওয়া পুরস্কার সমগ্র শিক্ষক সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করছে। শিক্ষকদের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশগুলো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপে এবার নারেঙ্গী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত এনসিসির মডেল অফিসার ক্যাপ্টেন মিনু দাসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক শ্রম এবং সুস্থ শরীর অতি প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাবিভাগ আগামী দিনগুলোতে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন প্রত্যেক মহাবিদ্যালয় রাজ্যের বিদ্যালয় গুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মেন্টর এর ভূমিকা পালন করা উচিত। তাছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা নিজেদের বিদ্যালয়গুলো সর্ব সুন্দরভাবে গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য প্রাক্‌প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের মোট ৩৬ জনকে মনোনীত শিক্ষককে কৃতি শিক্ষাগুরুর রাজ্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু নতুন শিক্ষানীতি উচ্চ শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে এক সামঞ্জস্য রক্ষার কথা বলেছে। ফলে এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব প্রথমবার ৯ জন মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তাকে তাদের গবেষণার পেটেন্ট স্বীকৃতি লাভের জন্য পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

একই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নেক এর মূল্যায়নে এ প্লাস গ্রেড পাওয়া রাজ্যের নটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। যোরহাটের বাহনা মহাবিদ্যালয়, ধুবড়ির ভোলানাথ মহাবিদ্যালয়, তিনসুকিয়ার ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়, গোলাঘাটের ফরকাটিং মহাবিদ্যালয়, মরিগাঁও এর জাগীরোড মহাবিদ্যালয়, যোরহাটের নন্দনাথ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়, কামরূপ মহানগরের সোনাপুর মহাবিদ্যালয়, যোরহাটের চন্দ্রকমল বেজবড়ুয়া মহাবিদ্যালয় এবং মরিগাঁও এর মায়ং আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্ত, উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বি আর সামাল, সচিব নারায়ন কোওর, সর্ব শিক্ষার মিশন সঞ্চালক ডঃ ওম প্রকাশ, কামরূপ মহানগর জেলার কমিশনার পল্লব গোপাল ঝা, শিক্ষাবিভাগের অফিসার কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

সনাতন সংস্কৃতি তথা হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করার জন্য পণ নেওয়া কংগ্রেস এবং মিত্রজোটকে সতর্কবার্তা রাজ্য বিজেপির

অসম থেকে আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের উপরে বিজেপির আক্রমণের ধারা আপাতত অব্যাহত রয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মূলত শাসক দল বিজেপি এবং বিরোধীপক্ষের কংগ্রেসের মধ্যে এই বাগযুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। এবার সনাতন সংস্কৃতি তথা হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করার জন্য পণ নেওয়া কংগ্রেস এবং মিত্রজোটকে সতর্ক করে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র তথা সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা। তিনি বলেন কংগ্রেসের ৬০ বছরের প্রবঞ্চনা এবং পাপের জন্য সভাপতি ভূপেন বরাকে প্রত্যেক চা বাগান এলাকায় গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত।এর পাশাপাশি তিনি অসম থেকে আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে সোমবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা তথা দলটির মুখপাত্র তথা সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা সর্ব প্রথমে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষক সমাজের প্রতি দলের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেন ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ জীবনকে জ্ঞানের আলোতে প্রাণবন্ত করা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাগুরু দের শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজ্য বিজেপির তরফে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকাঠামো মূলক এবং বৌদ্ধিক উন্নয়ন তথা নতুন শিক্ষানীতির জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা তথা দলটির মুখপাত্র তথা সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন বিগত ৩২ বছর ধরে অসমে অব্যাহত থাকা আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন অধিকাংশ জেলাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাকি থাকা আর জেলা থেকে এই আইন উঠে নেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গ্রহণ করা প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন এটা অসমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকার এক অতি সুস্পষ্ট প্রমাণ। সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাংগঠনিক অথবা জনসমক্ষে কর্ম তৎপরতা করে থাকার মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মিত্রজোট প্রণালীবদ্ধভাবে হাজার বছরের ভারতীয় পুরাতন, সনাতন সংস্কৃতি তথা হিন্দু ধর্মকে অপমান করার পাশাপাশি নির্মূল করার পণ নিয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করাটি নিন্দনীয়। সেদিন রাহুল গান্ধীর নির্দেশে তামিলনাড়ুতে মুখ্যমন্ত্রী স্টেলিং এর পুত্র সনাতন সংস্কৃতিকে মহামারী সঙ্গে তুলনা করে সমাজে ওশু ও বার্তা প্রেরণ করাটি কংগ্রেসি এজেন্ডার এক অন্যতম ঘৃণনীয় অংশ। ভারতীয় সভ্যতার পরম আরাধ্য ঈশ্বরকে ভূপেন বরা লাভ জেহাদি আখ্যা দেওয়াও এই চক্রান্তের অংশ। কিন্তু কংগ্রেস দলের মনে রাখা উচিত যে ইংরাজ এবং মোগোলের অগ্রাসন, শাসন এবং শতিকা ধরে শোষণের পরও সনাতন সংস্কৃতি চিরঞ্জীবী হয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যৎও থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা বলেন চা বাগান এলাকায় কংগ্রেসের এই অভিযানে ১০০ জন মানুষও একত্রিত হননি। এটা তাদের দর্শক দশক ধরে চালানো শোষণ এবং বঞ্চনার ফল। ব্রিটিশের ১০০ বছরের শোষণের পর কংগ্রেসে ছয় দশক ধরে চা বাগান এলাকায় প্রবঞ্চনার মাধ্যমে শোষণ করেছিল। সম্প্রতি ভূপেন বরার কংগ্রেস বাহিনী চা বাগান এলাকার ভাই-বোনদের সেই পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। যেহেতু তারা কখনো ক্ষমা করেন না ফলে বিজেপি সরকারের দিনে পর্যায়ক্রমে হতে থাকা উন্নয়নমূল ক কাজকর্ম কংগ্রেস নিজের চোখে দেখে আশা ভালো। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা চা বাগানের যে রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে গান গিয়েছেন সেটা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি মিত্র জোট সরকার এক পবিত্র কর্তব্য হিসাবে সম্পাদন করে চলেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্গেরিটা বলেন বিদ্যুতের অভাবের খবর শুদ্ধ। প্রবল তাপ বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের চাহিদা এবং ব্যবহার বহু শতাংশ বেড়ে গেছে। তাছাড়া অসমে আরো দুটো কারণে বিদ্যুতের অভাব হয়েছে। তবে অবশ্য ক্রমে ক্রমে সেটা সুস্থির হয়ে উঠেছে। জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ কেনা বেচা কেন্দ্রতে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না। সম্প্রতি সারাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি এবং সাময়িকভাবে অভাবের সৃষ্টি হয়েছে। তৎ সত্ত্বেও এই অভাব মেটানোর জন্য এপিডিসিএল প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা পর্যন্ত খরচ করে রাজ্যবাসীকে ৬ টাকা মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে। নিম্ন অসমে ভুটান অসম লাইনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বঙাইগাঁও এর এনটিপিসির উৎপাদন সাময়িকভাবে কমে যাওয়ার জন্য এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে অতি কম দিনের মধ্যে পুনরায় পূর্বের মতোই বিদ্যুৎ সরবরাহ সুস্থির অবস্থায় ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা তথা দলটির মুখপাত্র তথা সংসদ পবিত্র মার্গেরিটা।

মেডিকেল কলেজের নার্সিং কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মালদা ঃ মেডিকেল কলেজের নার্সিং কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার। মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার ঘটনা। মৃত করবি পাঠক মালদা মেডিকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধারের পর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই নার্সিং কর্মীকে। কি কারনে আত্মহত্যা তা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পূর্ব নির্ধারিত তারিখে উপ সমিতি গঠন না হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই আধিকারিক কে ঘিরে অবস্থান বিক্ষোভ কংগ্রেস সদস্যদের

মালদা ঃ পূর্ব নির্ধারিত তারিখে উপ সমিতি গঠন না হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই আধিকারিক কে ঘিরে অবস্থান বিক্ষোভ কংগ্রেস সদস্যদের। পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকায় হলো না শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ সমিতি গঠন প্রক্রিয়া। ২৬ আসন বিশিষ্ট শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত। কংগ্রেস দখল করেছে ১৫ টি আসন, তৃণমূল আটটি, একটি সিপিএম, একটি বিজেপি এবং একটি আসন দখল করেছে নির্দল। এককভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সদস্যদের অভিযোগ, পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ঘোষণা করা হয় ২৮ আগস্ট। এদিন উপসমিতি গঠন করার কথা ছিল। সমস্ত কংগ্রেস সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন পঞ্চায়েত অফিসে। হঠাৎ পঞ্চায়েত অফিস থেকে জানানো হয় পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকার জন্য বাতিল করা হয়েছে উপশমিতি গঠনের কর্মসূচি। এদিন ইংরেজবাজার ব্লকে মোট ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে উপ সমিতি গঠনের দিন ধার্য করা হয়েছিল। শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েত যেহেতু কংগ্রেস দখল করেছে তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে স্থগিত করা হয়েছে উপ সমিতি গঠন প্রক্রিয়া। যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করেছে সেখানে গঠন হয়েছে উপ সমিতি। তারা বলেন যতক্ষণ না আগামী তারিখ ঘোষণা হবে ততক্ষণ তারা আধিকারিকদের ঘেরাও করে রাখবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের একা আধিকরিক জানিয়েছেন, হঠাৎ করে তাদের কাছে একটি মেল আসে। পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকার কারণে স্থগিত করা হয় শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ সমিতি গঠন প্রক্রিয়া। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় অভিযোগ চাপিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

আগামী প্রজন্মের স্বার্থে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করুন, উত্তরবঙ্গ যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পথসভায় স্লোগান

জলপাইগুড়ি ঃ আগামী প্রজন্মের স্বার্থে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করুন। উত্তরবঙ্গ যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পথসভায় জলপাইগুড়িতে।উত্তরবঙ্গ যৌথ পরিবেশ মঞ্চের পথসভা জলপাইগুড়ি শহরে নেতাজিপাড়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় সোমবার বিকেলে।বনকে রক্ষা করা পরিবেশকে বাঁচানো এই লক্ষ্যে পরিবেশপ্রেমীদের পথসভা। এদিন সন্ধ্যায় শহরের বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে পরিবেশ বাঁচাও পরিবেশকে রক্ষা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এই স্লোগানকে সামনে রেখে কথা সে অনুষিত হয়।

সভাধিপতি,অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিধায়ক, সাংবাদিক এবং পুলিশকে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন ব্রহ্মা কুমারী সেন্টার

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিধায়ক এবং সাংবাদিক থেকে পুলিশকে রাখী পরিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী সেঃটারের ভাই বোনেরা।মঙ্গলবার প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাব এবং থানা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে বিধায়ক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, এলআইসি ডিভিশনাল ম্যানেজার, পুলিশ সহ বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়ে পবিত্র রাখী পূর্ণিমার শুভেচ্ছা সহ হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়।জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

চতুর্থ রাজ্য তাইকন্ড প্রতিযোগিতায় মালদা জেলা পেয়েছে স্বর্ণ পদকের সঙ্গে রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকেও

মালদা ঃ চতুর্থ রাজ্য তাইকন্ড প্রতিযোগিতায় মালদা জেলার জয়জয়কার। স্বর্ণ পদকের সঙ্গে রুপা ও ব্রোঞ্জ পদকও ছিনিয়ে নিয়ে আসে প্রতিযোগীরা। ওল্ড মালদা থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার উমা সরকার ও গাজোলের হাতিমারি হইস্কুলের শিক্ষিকা অনামিকা টুডু রূপা পদক জিতে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছেন। এই ছাড়াও স্বর্ণ পদক যারা পেয়েছে তারা অনির্বাণ সিনহা, যুবরাজ হালদার, সান্নিধি সরকার,অর্চিস্মান দাস(বৈষ্ণবনগর) প্রনশ্রি সাহা (উওরদিনাজপুর) , সুভাষ বিশ্রা (গাজোল)। কোচ রামাসিস দাস জানান, শিক্ষার্থীদের সাফল্যে আমি খুব খুশি। ওরা জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। ২৯ জনের মধ্যে ১৪ জন সোনা, ৯ জন রুপা এবং বাকিরা ব্রোঞ্জ পেয়েছে।

সোনার দোকানে চুরি চাঞ্চল্য

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তেসরা সেপ্টেম্বর রাতে শাটার ভেঙ্গে সিয়ান রাস্তার রামকানাই জুয়েলার্স সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । দোকান মালিক তড়িৎকুমার পাত্র বলেন, পিছনের শাটার ভেঙ্গে দ্বিতীয় দরজা কেটে ভিতরে ঢুকে রুপোর গয়না চুরি হয়েছে । চুরির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা । ভল্ট ভাঙ্গতে পারে নি । দোকানটা রিসেন্ট হয়েছে সেইজন্য সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয় নি । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ ।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র গ্রেপ্তার এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীররাতে সাহাপুর এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ । একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতের নাম শেখ সাত্তার (২৪) বাড়ী সেলারপুর গ্রামে । ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ানশাটার পাইপগান এবং এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ।

শিক্ষক দিবসের ভার্চুয়ালি প্রোগ্রাম সিউড়ীতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ কলকাতা ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । জেলাগুলো ভার্চুয়ালি সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করে । সিউড়ি জেলাশাসক ভবনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায় । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, জেলার দুইজনকে শিক্ষারত্ন সম্মাননা প্রদান করা হয় । দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের দশহাজার টাকা করে ট্যাব বা স্মার্ট ফোন তেত্রিশ হাজার শিক্ষার্থীর অ্যাকাউনটে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় । একশো সাতানব্বইজনকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ব্যবসথা করা হয় ।

কাউন্সিলরের হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সহজে এলাকার মানুষজনের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বুধবার সিউড়ি হাটজনবাজার রামপ্রসাদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা চালু করলেন সিউড়ি পৌরসভার আঠারো নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিঙ্কি দাস । সকাল নয়টা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত সমস্যার কথা জানানো যাবে । হোয়াটসঅ্যাপ নং হলো ৯৭৪৯৭৮৭৯৩৪ । কাউন্সিলর পিঙ্কি দাস বলেন, অনেকে আমার কাছে আসতে পারে না এখন সবার হাতেই মোবাইল তাই মানুষের কাছে সহজে পৌঁছানোর জন্য হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা চালু করলাম যাতে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে । সমস্যার কথা জেনে আমি চেষ্টা করবো আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পরিষেবা দেওয়ার ।

বিশ্বকাপের দলে নেই অশ্বিন, তিলক, চাহল

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করলো ভারত। বাদ পড়েছেন অশ্বিন, চাহল, স্যামসন।

বিসিসিআই মঙ্গলবার যে ১৫ জনের ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে, তা এইরকম রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া(সহ অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, লোকেশ রাহুল, ঈশান কিশন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল, শার্দূল ঠাকুর, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব। একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের ১৫ জনের দলে ঠাঁই হয়নি সঞ্জু স্যামসন, যুজবেন্দ্র চাহল, তিলক বর্মাদের। তিনজনই এশিয়া কাপের দলে আছেন। ঠাঁই হয়নি রবিচন্দ্রন অশ্বিনেরও। অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, ''কোনো প্লেয়ারকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুবই কঠিন এবং আমি জানি সেই প্লেয়ারের কেমন লাগে। কিন্তু আমদের সেরা ১৫ জনকে বাছতে হত। আমরা সেই কাজটা করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ব্যাটিংয়ে গভীরতা আছে। বোলিংয়েও।'' অবশ্য তারপরেও এই টিম নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠেছে, কে এল রাহুল কি পুরো ফিট? চোটের জন্য তিনি কিছুদিন টিমের বাইরে ছিলেন। এশিয়া কাপের দলে তাকে রাখা হয়। তারপরেও তিনি আবার চোট পেয়ে চারটে ম্যাচের জন্য ছিটকে গেছেন। নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারেকর বলেছেন, ''কে এল রাহুলের চোট সংক্রান্ত সমস্যা আছে। কিন্তু তিনি খুবই গুরুত্বরূর্ণ প্লেয়ার। চোট সারিয়ে ফেরার পর সামান্য অসুবিধায় পড়েছেন। সেটাও এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে।'' ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ীর মত হলো, ''রাহুল বড় ক্রিকেটার। কিন্তু চোট সরিয়ে ফেরার পর রান না পেলে তো তাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। চোট সারানোর পর তাকে সোজা বিশ্বকাপের দলে নেয়াটা কঠিন সিদ্ধান্ত।'' সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং বলেছেন, ''দলে চাহলকে না দেখে অবাক হয়ে গেছি। চাহল হলো ম্যাচ উইনার।'' নির্বাচক কমিটির প্রধান আগারকর বলেছেন, ''সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে চাহলের জায়গায় কুলদীপকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।'' সৌরাশিস আনন্দবাজারকে জানিয়েছেন, ''অশ্বিনকে অবশ্যই দলে রাখা উচিত ছিল। বিপক্ষে বাঁহাতি ব্যাটার থাকলে অশ্বিন খুবই কার্যকর হতেন।'' অশ্বিন অবশ্য টুইট করে এই দল নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ''লড়ে যাও। আমরা তোমাদের জন্য গলা ফাটাব।''

গতিতেই উড়ে গেল বাংলাদেশের ব্যাটিং

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলার চ্যালেঞ্জটা সবার জানা। নতুন বলে শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহর প্রথম স্পেল যে কোনো দলের টপ অর্ডারের জন্য বিশাল হুমকি। এই দুজন উইকেট নিতে ব্যর্থ হলে হারিস রউফ তো আছেনই। বাংলাদেশের বিপক্ষে পেস বোলিংটা শক্তিশালী করতে আজ একাদশে নেওয়া হয়েছে ফাহিম আশরাফকেও। শেষ পর্যন্ত সেই পেস বোলিংয়ের সামনেই মুখ থুবড়ে পড়ল বাংলাদেশের ব্যাটিং। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৩৮.৪ ওভারে ১৯৩ রানে অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ, ১০ উইকেটের ৯টিই নিয়েছেন পাকিস্তানি পেসাররা। একাদশ দেখেই অনুমান করা যাচ্ছিল, পাওয়ার প্লে'তে বাংলাদেশ দল কেমন করে, সেটার ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশ দলের স্কোর। কিন্তু আজ ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই মেহেদী হাসান মিরাজ আউট হলে খুলে যায় টপ অর্ডারের দুয়ার। নাসিম শাহর লেগ স্টাম্পের ওপর করা নিরীহ বলে শর্ট মিড উইকেটে ক্যাচ তোলেন মিরাজ। আগের ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা মিরাজ আজ প্রথম বলেই আউট। তিনে নামা লিটন দাসের ইনিংসও বড় হয়নি। ৪টি দুর্দান্ত বাউন্ডারিতে ১৩ বলে ১৬ রান করে ফেলা লিটনকে যখন থিতু মনে হচ্ছিল, তখনই তিনি শাহিনের বাড়তি বাউন্স দেওয়া বলে ব্যাট ছুঁইয়ে কট বিহাইন্ড। পাওয়ার প্লে'র মধ্যে ওপেনার মোহাম্মদ নাঈমের উইকেটও হারায় বাংলাদেশ। লিটনের মতো বাড়তি বাউন্স সামলাতে পারেননি নাঈমও। ২৫ বলে ২০ রান করে রউফকে পুল করতে গিয়ে আউট হন এই বাঁহাতি। রউফ তাঁর পরের ওভারে সদ্য ক্রিজে আসা তাওহিদ হৃদয়কেও (৯) টিকতে দেননি। ফুল লেংথের গতিময় বলটি আড়াআড়ি ব্যাটে খেলতে গিয়ে বোল্ড হন তিনি। ৯.১ ওভারেই ৪৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ দল যখন বিপদে, তখন হাল ধরেন দুই অভিজ্ঞ সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিম। দুজন মিলে মাঝের ওভারে ১২০ বলে ১০০ রান যোগ করেন। ফিফটি করেন দুজনই। সাকিবই ছিলেন দুজনের মধ্যে কিছুটা দ্রুত, তাঁর ৫৭ বলে ৫৩ রানের ইনিংসে ৭টি চার। বিপদ ঘটে প্রথম ছক্কা মারার চেষ্টায়। ২৯.১ ওভারে ফাহিমের শর্ট বলে পুল খেলতে গিয়ে মিড উইকেটে ক্যাচ তোলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তখন বাংলাদেশের রান ১৪৭। মাঝের ওভারে যে ছন্দটা পেয়েছিল দল, সাকিবের আউটে তা কেটে যায়। এরপর শামীম হোসেনও ইনিংস বড় করতে পারেননি। আউট হয়ে যান ১টি ছক্কায় ২৩ বলে ১৬ রান করে। লড়ার মতো স্কোরের জন্য তখন মুশফিকের দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু তিনিও ৩৮তম ওভারে রউফের বলে ক্রিজ ছেড়ে খেলতে গিয়ে কট বিহাইন্ড হন। ৮৭ বল খেলে ৫টি চারে ৬৪ রান করেন মুশফিক। এরপর আফিফের ১১ বলে ১২ রান ছাড়া লোয়ার অর্ডারে কেউই দুই অংক স্পর্শ করেননি। পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন রউফ, নাসিমের শিকার ৩ উইকেট।

ফিক্সিংয়ের অভিযোগে শ্রীলঙ্কান স্পিনার গ্রেপ্তার, হতে পারে ১০ বছরের জেল

কোলম্বো ঃ ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সাবেক অফ স্পিনার সাচিত্রা সেনানায়েকেকে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীলঙ্কান পুলিশ। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ৩৮ বছর বয়সী এ স্পিনার ২০২০ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) কয়েকজন ক্রিকেটারকে ম্যাচ পাতাতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিষয়টি তখনই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার ও ফ্র্যাঞ্চাইজি আইসিসির দুর্নীতি দমন বিভাগকে (আকসু) জানিয়েছিল।

যদিও সেনানায়েকে সেই টুর্নামেন্টে খেলেননি, সে সময় তিনি শ্রীলঙ্কায় ছিলেন না বলেও ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছিল এত দিন, গত মাসে তাঁর পাসপোর্ট জব্দ করে ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এবার আটক করা হলো। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেনানায়েকেকে আদালতে তোলা হবে বলে জানা গেছে।

কমলাপুর স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ম্যাচের ছবি। এই লিগের কিছু ম্যাচ নিয়ে উঠেছে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ পুলিশ এখনো সেনানায়েকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক মামলা দায়ের করেনি বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি। ২০১৯ সালে প্রবর্তিত 'প্রিভেনশন অব অফেন্সেস রিলেটিং টু স্পোর্টস' আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

এ আইন অনুযায়ী, 'যদি কোনো ব্যক্তি নিজে খেলাধুলায় দুর্নীতি করেন অন্য কাউকে এমন কাজ করতে অনুরোধ, প্ররোচনা কিংবা নির্দেশ দেন, যা খেলার ফলাফল প্রভাবিত করে সেটি দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে।' এ আইনে শ্রীলঙ্কায় এটিই প্রথম কোনো গ্রেপ্তারের ঘটনা।

সেনানায়েকের অপরাধ প্রমাণিত হলে কমপক্ষে ১০ বছরের জেল হতে পারে। জরিমানা হিসেবে গুনতে হতে পারে ১০০ মিলিয়ন টাকা।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ৭৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা সেনানায়েকেকে দেশের জার্সিতে সর্বশেষ দেখা গেছে ২০১৬ সালে। ৪৯ ওয়ানডেতে সেনানায়েকের উইকেট ৫৩, টি টোয়েন্টিতে তাঁর উইকেট ২৫টি। ২০১৪ সালে একটি টেস্ট খেলেছিলেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই টেস্টে তিনি কোনো উইকেট পাননি। আইপিএলে ২০১৩ সালে তাঁকে ৬ লাখ ২৫ হাজার ডলার দামে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স।

২০১৪ সালে সেনানায়েকের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে অভিযোগ ওঠে। বোলিং অ্যাকশন পরিবর্তন করে একই বছর আবারও ক্রিকেটে ফেরেন এই স্পিনার। তবে আগের মতো আর কার্যকর ছিলেন না।

'মেসি ও পাতানো বিশ্বকাপ' বিষয়ে ফন ডাইককেও পাশে পেলেন না ফন গাল

কাতার ঃ 'সাজানো নাটকে বিশ্বকাপ জিতেছেন মেসি' এমন মন্তব্য করে হইচই ফেলেছেন কাতার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের কোচ লুইস ফন গাল। লিওনেল মেসির হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিতে ফিফা সবকিছু সাজিয়েছে বলেছেন এই ডাচ কোচ। এমন মন্তব্যের কারণে অনেকে ফন গালের সমালোচনা করলেও অনেকে আবার তাঁকে সমর্থন দিচ্ছেন।

তবে নিজেদের দলের অধিনায়ককেই এই বিষয়ে পাশে পেলেন না ফন গাল। নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক বলে দিয়েছেন সাবেক কোচের করা মন্তব্যকে তিনি সমর্থন করেন না। লিভারপুল ডিফেন্ডার ফন ডাইক বলেছেন, 'মেসিকে নিয়ে করা ফন গালের মন্তব্য? তিনি যা খুশি বলতে পারেন। এটা তাঁর মতামত। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গ একমত নই। আমাদের ভাবনা একই রকম নয়।' এরপর ফন ডাইকের কাছে পাল্টা জিজ্ঞেস করা হয়, 'তবে আপনি এবং আপনার দল এই মত সমর্থন করেন না?' এমন প্রশ্নের জবাবে ফন ডাইকের এক শব্দের উত্তর, 'না'।

এর আগে ডাচ সংবাদমাধ্যম এনওএস স্পোর্টসকে ফন গাল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনি যখন দেখবেন কীভাবে আর্জেন্টিনা গোলগুলো করেছিল এবং আমরা কীভাবে গোলগুলো করেছিলাম (তখন বুঝতে পারবেন)। তাদের কিছু খেলোয়াড় সীমা অতিক্রম করেছিল এবং এরপরও তাদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে আমার মনে হয়েছে এই ম্যাচটা পুরোপুরিভাবে পূর্বপরিকল্পিত খেলা ছিল। আমি যা বলতে চেয়েছি, মেসিকে কি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতেই হতো? আমার মনে হয়, হ্যাঁ।'

তবে ফন গালের এই বক্তব্য সামনে আসার পর আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা এটাকে ভালোভাবে নিতে পারেননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সমালোচনাও করেছেন তাঁরা। একজন লিখেছেন, 'ফন গাল চাইলে কাঁদতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনো এ রকম কোনো শিরোপা জিততে পারবেন না।' অন্য একজন লিখেছেন, 'মেসি হারতে পারত যদি আপনার খেলোয়াড়েরা পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারত।' আরেকজনের মন্তব্য এমন, 'সে এখনো নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য অজুহাত খুঁজছে।' সরাসরি সমালোচনা না করলেও এবার ফন গালের মতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাঁর মন্তব্যকে আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করলেন ফন ডাইক।

বিমানবন্দর থেকে ৫৫ কেজি স্বর্ণ গায়েব হল কীভাবে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের লকার থেকে সাড়ে ৫৫কেজির বেশি স্বর্ণ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ফাঁস হবার দুদিন পরও এনিয়ে রহস্য রয়ে গেছে। তবে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ গায়েবের এ ঘটনায় অন্তত তিন জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনাটি নিয়ে রোববার রাতেই উত্তরার বিমানবন্দর থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের হয়। এতে চারজনের নাম ও কয়েকজনকে অজ্ঞাত উল্লেখ করে আসামি করা হয়েছে।

উত্তরা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার তৌহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, তারা এ পর্যন্ত আট জনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

তাদের মধ্যে দুজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এবং একজন শুল্ক বিভাগের সিপাহী এই চুরির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।

স্বর্ণ চুরির এই ঘটনা শনিবার ঢাকা শুল্ক বিভাগের নজরে এলেও বিষয়টি জানাজানি হয় পরদিন রবিবার।

বিমানবন্দরের শুল্ক বিভাগের গুদামে স্বর্ণের হিসাব খতিয়ে দেখে এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ গায়েব হওয়ার বিষয়ে তারা নিশ্চিত হন।

বিমানবন্দরে গত তিন বছরে জব্দ হওয়া স্বর্ণ শুল্ক বিভাগের ঐ গুদামে রাখা হয়েছিল।

ঘটনাটি জানাজানির পর বিমানবন্দরের মতো সংরক্ষিত এলাকা থেকে কীভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটল, এবং সেটি ছাড়াও আরও নানা ধরণের প্রশ্ন উঠেছে।

বিমানবন্দরে সাধারণত তিন ক্যাটাগরিতে সোনা উদ্ধার হয়। প্রথমত, বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে বৈধ পরিমাণের চাইতে অতিরিক্ত স্বর্ণ জব্দ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, শুল্কের জন্য সাময়িকভাবে আটক করা স্বর্ণ যার শুল্ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করলে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

তৃতীয়ত চোরাচালানের মাধ্যমে এবং বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া স্বর্ণ।

এই তিন ক্যাটাগরিতে জব্দ করা স্বর্ণ বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের নিচতলার শুল্ক বিভাগের গুদামে সংরক্ষণ করা হয়।

বিমানবন্দরের পরিচালক মিরাজ হোসেন জানিয়েছেন, স্বর্ণ জব্দ হওয়ার পর এর তালিকা তৈরি করে সেগুলো শুল্ক বিভাগের গুদামে রাখার নির্দেশনা আছে।

তালিকার একটি কপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) পাঠাতে হয়।

কাস্টমস কমিশনারের দায়িত্ব প্রতি মাসে গুদামে সংরক্ষিত স্বর্ণ তালিকা অনুযায়ী ঠিক আছে কি না তা তদারকি করা। সেই তদারকির একটি প্রতিবেদনও এনবিআর-এর কাছে পাঠাতে হয়।

অনেক সময় দীর্ঘদিন ভল্টে সোনা ফেলে রাখা হলে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। তাই স্বর্ণ জব্দ হওয়ার পর যতো দ্রুত সম্ভব বা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমা দেওয়ার বিধান রয়েছে।

যেসব স্বর্ণ জব্দের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়, সেক্ষেত্রে আদালতে বিচারকাজ শেষে এই স্বর্ণ কোথায় থাকবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাধারণত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আটক স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে অস্থায়ী খাতে জমা থাকে।

মামলার তদন্ত তদারকিতে যুক্ত উত্তরা বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সবশেষ এই স্বর্ণ লোপাটের ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে তারা জানতে পারেন স্বর্ণের নিরাপত্তায় যেসব নিয়ম রয়েছে তার কোন তোয়াক্কা করা হয়নি।

স্বর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে জমা দেওয়ার কথা থাকলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখিয়ে ২০২০ সাল থেকে জব্দ হওয়া স্বর্ণ শুল্ক বিভাগের গুদামে রেখে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংকের ভল্টে জমা দেয়ার জন্য স্বর্ণের তালিকাও তৈরি করা হয়নি।

শুল্ক বিভাগের দায়িত্বে অবহেলার কারণে এত বড় চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন মি. ইসলাম।

পুলিশের দাবি, স্বর্ণ চুরির বিষয়টি শুল্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত মাসেই টের পেয়েছিলেন। শুরুতে তারা সাম্প্রতিক কয়েকটি চালানের মাধ্যমে জমা হওয়া স্বর্ণের বারের হদিস পাচ্ছিলেন না।

এরপর তারা গুদামে সংরক্ষিত মালামাল কাগজপত্রের হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার উদ্যোগ নেন।

এরপর শনিবার হঠাৎ একটি লকার ভাঙা বলে তারা পুলিশে খবর দেন। দাবি করা হয় স্বর্ণ চুরি গিয়েছে।

যদিও স্বর্ণ চুরির ঘটনাটিকে 'নাটক' বলে মনে করছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত দোসরা সেপ্টেম্বর কাস্টমস হাউজের গুদাম কর্মকর্তা পুলিশকে জানিয়েছেন যে, বিমানবন্দর লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডস সংলগ্ন ট্রানজিট গোডাউন টিজিআর ১-এর গুদামের ভেতরে প্রবেশ করে তিনি দেখতে পান, মূল্যবান পণ্য সংগ্রহের জন্য গুদামে রাখা একটি স্টিলের আলমারির দরজার লক ভাঙা অবস্থায় রয়েছে।

এর আগের রাতে প্রতিদিনের মতো আটক করা পণ্য টিজিআর ১-এ জমা করে কাজ শেষে আনুমানিক রাত ১২টা ১৫ মিনিটে গোডাউনে তালা বন্ধ করে চাবি নিয়ে চারজন কর্মকর্তা একসঙ্গে বিমানবন্দর কাস্টমস এলাকা ত্যাগ করেন।

পুলিশ বলছে, তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে ভেতরে একটি স্টিলের আলমারির লক ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান এবং গোডাউনের পূর্বপাশের ওপরের দিকে এসির বাতাস বের হওয়ার টিনের কিছু অংশ কাটা দেখতে পান। পরে অনুসন্ধানে চুরির বিষয়টি সামনে আসে।

দোসরা সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১৫ মিনিট থেকে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটের মধ্যে যে কোন সময় 'কে বা কারা সোনার বার ও স্বর্ণালংকার গোডাউন থেকে স্টিলের আলমারির লকার ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায়' বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে ভাঙা আলমারির পাশে ধাতব বস্তু কাটার যন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। গুদামের এসির পাশে ভেঙেটর অংশটি এই যন্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বাইরে থেকে চোর গুদামে ঢুকেছে, এমনটা দেখাতে জায়গাটি পরিকল্পিতভাবে কাটা হতে পারে বলে পুলিশ ধারণা করছে। তারা বলছে, বাস্তবে ওইটুক কাটা অংশ দিয়ে কোনও মানুষের পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

এদিকে ঘটনাস্থলের কোন সিসিটিভি ফুটেজ পায়নি পুলিশ।

বিমানবন্দরের ভেতরের প্রতিটি কোনা যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি করা হয় সেখানে শুল্ক বিভাগের গুদামে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকার বিষয়টি সন্দেহজনক হিসেবে দেখছে পুলিশ।

তাদের ধারণা জব্দ হওয়া স্বর্ণ জমা দেওয়ার সময় দায়িত্বরতরাই অনেক দিন ধরে স্বর্ণের বার এবং অলঙ্কারগুলো একটু একটু করে সরিয়েছেন।

এছাড়া বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকারি বেশ কয়েকটি সংস্থা কাজ করে।

বিমানবন্দরে চোরাচালান বন্ধে শুল্ক গোয়েন্দা, কাস্টম হাউজ, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা, এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক), এপিবিএনসহ ২৪টি সরকারি সংস্থা কাজ করে।

যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ের জন্য মেটাল ডিটেক্টর, হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়ে, বডি স্ক্যানার মেশিন রয়েছে।

মি. ইসলামের দাবি, শুল্ক বিভাগের লোকজন জড়িত না থাকলে এতো নিরাপত্তার মধ্যে কোনোভাবেই ভল্ট থেকে স্বর্ণ বের করে আনার সুযোগ নেই।

এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ মোর্শেদ রবিবার সাংবাদিকদের বলেন, বিমানবন্দর এমনিতেই সংরক্ষিত এলাকা। যেখান থেকে চুরি হয়েছে বলা হচ্ছে, তা আরও সংরক্ষিত।

বিমানবন্দরের সকল দায়িত্বপ্রাপ্তরাও ওই গুদামে যেতে পারে না। সেখানে এভাবে চুরি হওয়ার ঘটনা অনেকটা অস্বাভাবিক।

কাস্টমসে যারা কাজ করে তারাই গুদামে যেতে পারেন বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

এছাড়া তদন্ত পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিশ গুদামের যে পরিবেশ দেখেছে, সেখানে এই মূল্যবান বস্তুটি সংরক্ষিত রাখার যথার্থতা নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছে।

২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিমানবন্দরে জব্দ হওয়া ২০০ কেজির বেশি স্বর্ণ গুদামে সংরক্ষিত ছিল। এরমধ্যে থেকে ৫৫ কেজির বেশি চুরির ঘটনা ঘটেছে।

মি. আলমের দাবি, পেশাদার চোর হলে একবারে সব স্বর্ণই নিয়ে যেত। কিন্তু এখানে প্রতিটি প্যাকেট থেকে কিছু কিছু করে স্বর্ণের বার ও অলংকার সরানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরে এই স্বর্ণ নিলামে তুলে বিক্রি করে। যেসব স্বর্ণের কোন দাবিদার নেই সেগুলোই নিলামে তোলা হয়।

আর দাবিদার থাকলে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের ভল্টেই থাকে।

নিলাম কমিটিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) একজন করে প্রতিনিধি থাকেন।

তারা নিলাম থেকে পাওয়া অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেন।

এদিকে ব্যাংকের ভল্টের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকে বাংলাদেশে ব্যাংকের পুলিশের একটি কন্টিনজেন্ট। যারা সার্বক্ষণিক ভল্টের পাহারায় থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা খুরশিদ ওয়াহাব জানিয়েছেন ভল্ট এলাকাকে বাংলাদেশে ব্যাংকের ভাষায় 'মহা নিরাপত্তা এলাকা' বলা হয়।

স্বর্ণের যে ভল্ট সেখানে ঢুকতে গেলে ছয় স্তরের নিরাপত্তা ও গেটকিপিং পার হতে হয়।

শুরুতে পাঞ্চ কার্ড, তার পর কলাপসিবল গেট যেখানে দেহ তল্লাসি হয়। স্বর্ণ বা বুলিয়ন ভল্ট পর্যন্ত তিনটি ভল্টের দরজা রয়েছে।

আর সেই ভল্টে আলাদা আলমারির গুলোর আলাদা আলাদা চাবি। কিন্তু সেই চাবিও আবার সিন্দুকে রাখা হয়। আর তার দায়িত্বে থাকেন মাত্র দুজন।

রাতে ভল্ট বন্ধ করার পর কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, বাংলাদেশে যত সোনার বার আসে তার সিংহভাগই আসে দুবাই, আবুধাবি, শারজা থেকে আসা ফ্লাইটে।

কাস্টম হাউসের ব্যাগেজ রুলসের আওতায় যাত্রীরা স্বর্ণ ও স্বর্ণের বার শুল্ক পরিশোধ করে আনতে পারবেন।

সংশোধিত ২০২৩-২৪ আইনানুযায়ী, একজন ব্যক্তি বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ ১১৭ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণের বার আনতে পারেন।

সাধারণত একটি স্বর্ণের বার ১০০ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে একটি বার আনা বৈধ। এর বেশি স্বর্ণের বার আনলে তা বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে।

কেউ স্বর্ণের বার বহন করলে বাহককে বিমানবন্দরে নামার আগে উড়োজাহাজে দেওয়া নির্দিষ্ট ফরমে স্বর্ণের বার থাকার ঘোষণা (ডিক্লারেশন) দিতে হয়।

পরে বিমানবন্দরে নেমে কাস্টম কর্মকর্তার কাছে গিয়ে শুল্ক পরিশোধ করতে হয়।

প্রতি ১১ দশমিক ৬৭ গ্রাম বা এক ভরির জন্য ৪ হাজার করে প্রতিটি বারের জন্য ৪০ হাজার টাকা শুল্ক পরিশোধ করতে হয়।

দুটি বারের বেশি স্বর্ণ আনলে সেটি জব্দ করে বহনকারীকে ডিটেনশন মেমো বা রসিদ দেয় কাস্টম কর্তৃপক্ষ।

জব্দকৃত স্বর্ণের বার পরবর্তীতে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক দপ্তর ছাড়পত্র, শুল্ককর ও অর্থদণ্ড পরিশোধ করে ফেরত পাওয়া যায়।

তবে এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের ট্যাক্সের ১০ গুণ পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হতে পারে। একটি বারের জন্য সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানা করা যায়।

তবে একজন যাত্রী বিদেশ থেকে শুল্ককর ছাড়াই দেশে আসার সময় ১০০ গ্রাম (সাড়ে ৮ ভরি) ওজনের স্বর্ণালংকার আনতে পারবেন। তবে সেটি ২২ ক্যারেটের হতে হবে এবং এক ধরনের অলংকার ১২টির বেশি আনা যাবে না।

নির্ধারিত ১০০ গ্রামের বেশি পরিমাণ স্বর্ণালংকার আনলে অতিরিক্ত প্রতি গ্রামের জন্য প্রায় দুই হাজার টাকা শুল্ক পরিশোধ করতে হবে। বাণিজ্যিক পরিমাণ বলে মনে হলে শুল্ক বিভাগ তা আটক করতে পারবে। আটক করা স্বর্ণালংকার পরে অ্যাডজুডিকেশন প্রক্রিয়ায় শুল্ককর এবং অর্থদণ্ড পরিশোধ সাপেক্ষে ফেরত পেতে পারেন। আর চোরাচালান বলে মনে হলে শুল্ক বিভাগ সরাসরি ফৌজদারি মামলা করবে।

এর আগে ২০১৯ সালে বেনাপোল কাস্টমস হাউজ থেকেও একই কায়দায় প্রায় বিশ কেজি স্বর্ণ গায়েবের ঘটনা ঘটেছিল।

পরে অডিটের আগ মুহূর্তে চুরির কথা বলা হয়েছিল। ওই ঘটনাটি ঘটেছিল সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির সময়। এবারও তেমনটাই হয়েছে।

ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে সবচেয়ে বড় একটি সোনা চোরাচালান জব্দ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল ২০১৩ সালের ২৪ জুলাই।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজের কার্গো হোল্ড থেকে ১২৪ কেজি সোনা জব্দ করা হয়।

পরের বছর ২০১৪ সালেও বিমানের একটি ফ্লাইটের টয়লেটে থেকে ১০৬ কেজি স্বর্ণ জব্দের ঘটনা ঘটে।

গুদাম থেকে সোনা খোয়া যাওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনায় শুল্ক বিভাগ একজন যুগ্ম কমিশনারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

পুলিশের পাশাপাশি ছায়া তদন্ত শুরু করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। দুদকও ঘটনা পর্যবেক্ষণে আছে বলে জানা গিয়েছে।

টুকরো খবর

তৈরি পোশাকে রপ্তানির নামে অর্থ পাচারের আসল চিত্র কী?

ঢাকা ঃ তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে বাংলাদেশ থেকে ৮২১ কোটি টাকার বেশি অর্থ বিদেশে পাচারের ঘটনা শনাক্তের পর বাংলাদেশের শুল্ক গোয়েন্দারা বলছেন, এটি পুরো ঘটনার ছোট একটি অংশ মাত্র। পাচারের আসল চিত্র আরও অনেক বড়। প্রায় ছয় মাস ধরে তদন্তের পর বাংলাদেশের শুল্ক গোয়েন্দারা এটি শনাক্ত করলেও এই পাচারের ঘটনা ঘটেছে গত ছয় বছর ধরে। এই অর্থ পাচারের সঙ্গে একাধিক চক্র জড়িত বলে কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন, যাদের মধ্যে অনেক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির যোগসূত্রও তারা পেয়েছেন। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইঃটারন্যাশনাল একটি বিবৃতিতে আরও গভীর ও বিস্তৃত তদন্ত সাপেক্ষে অনুকম্পা বা ভয়ের ঊর্ধ্বে থেকে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে। এর আগেও বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলোর একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমদানি-রপ্তানির সময় পণ্যের দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখানোর মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়ে থাকে। তবে নমুনা পণ্যের নামে অর্থ পাচারের ঘটনা এর আগে শোনা যায়নি। অর্থ পাচারের ঘটনাকে 'টিপ অব দ্যা আইসবার্গ' বা মূল ঘটনার ছোট একটি অংশ বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু অর্থ পাচারের পুরো চিত্রটি কতো বড়? এই বছরের শুরুর দিকে রপ্তানির পর্যায়ে থাকা কয়েকটি পণ্যের চালান আটক করা হয়েছিল কাস্টমস হাউজে। তখন দেখা গেছে, টন টন পণ্য, ভালো কোয়ালিটির টিশার্ট, জ্যাকেট, প্যান্ট এগুলো বাইরে গেলেও তার বিপরীতে কোন মূল্য দেশে আসছে না। কারণ বিক্রি করার সময় তারা এটাকে নমুনা বলছে। সাধারণত তৈরি পোশাক শিল্পে ক্রেতাদের কাছে পণ্যের নমুনা পাঠানো হয়, যাতে তারা ওই পণ্যটি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। এ ধরনের নমুনার পরিমাণ বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কাস্টমস কর্মকর্তারা দেখতে পান, নমুনা বলে টনকে টন পণ্য জাহাজীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে কোন মূল্য নেই। তখন তাদের সন্দেহ হয়। এরপর তারা যাচাই-বাছাই করতে শুরু করেন। সেই ঘটনা ধরে শুল্ক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তদন্ত শুরু করেন। কর্মকর্তারা বলছেন, যেসব প্রতিষ্ঠানকে তদন্ত করে এখন শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খুবই ছোট একটি অংশ। কিন্তু আসলে এইরকম অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের রপ্তানি করা পণ্য আর দেশে আসা টাকার হিসাব পর্যালোচনা করলেই এটি বেরিয়ে আসবে।

শুল্ক গোয়েন্দারা তদন্ত করে তিন ধরনের অপরাধের প্রবণতা দেখতে পেয়েছেন। যেমন নমুনা পাঠানোর নামে পণ্য পাঠানো হয়েছে, অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে রপ্তানির অনুমতিপত্র জালিয়াতি করে পণ্য পাঠানো হয়েছে, আর যে মূল্যের পণ্য পাঠানো হয়েছে, তার চেয়ে কম মূল্য দেখানো হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান শেষের পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। এজন্য জড়িত রপ্তানিকারক, যারা শুল্কায়নের সাথে জড়িত ছিলেন, সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর। এতে অর্থ পাচারের মামলা করা হবে। অর্থ পাচার নিয়ে কাজ করেন, এমন সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে টাকা বেরিয়ে যায় দুইভাবে - একটি উপায় হচ্ছে, পণ্য আমদানির সময় কাগজপত্রে বেশি দাম উল্লেখ করে টাকা পাচার, আরেকটি হচ্ছে, পণ্য রপ্তানি করার সময় কাগজপত্রে দাম কম দেখানো। এমনকি অনেক সময় খালি কন্টেইনার যাওয়া আসা করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। তবে শুল্ক গোয়েন্দারা বলছেন, অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে তারা অভিনব একটি উপায় দেখতে পেয়েছেন। সেটা হলো ক্রেতাদের কাছে নমুনা হিসাবে পণ্য পাঠানোর কথা বলা হলেও আসলে তার মাধ্যমে টন টন পণ্য পাঠানো হয়েছে, যার কোন মূল্য দেশে আসেনি নি। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর তাদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ৩০০ কোটি টাকা পাচারের প্রাথমিক তথ্য জানালেও , সব মিলিয়ে পাচার করা অর্থের পরিমাণ ৮২১ কোটি টাকার বেশি বলে জানা যাচ্ছে। ২০১৭ সাল সালে ২০২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত এভাবে বিদেশে অর্থ পাচার করা হয়েছে। এই সময়ে মোট ১৩ হাজার ৮১৭টি চালানের মাধ্যমে ৯১২১ টন পণ্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া,কাতার, সৌদি আরব। এসব পণ্যের মূল্য ৯৩৩ কোটি টাকা হলেও দেশে এসেছে মাত্র ১১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৮২১ কোটি টাকাই পাচার হয়ে গেছে। শুল্ক গোয়েন্দারা বলছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তৈরি পোশাকের চালানের যে মূল্য রয়েছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ কম মূল্য দেখানো হয়েছে। এর আগে গত মার্চ মাসে ৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৮২ কোটি টাকার অর্থ পাচারের তথ্য জানিয়েছিল শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর। সেই সময় তারা বলেছিল, এসব প্রতিষ্ঠানের নামে যেসব পণ্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে, তার বিপরীতে দেশে কোন অর্থই আসেনি। কিন্তু তাদের ধারণা, বাস্তবে অর্থ পাচারের চিত্রটি আসলে আরও অনেক বড়। শুল্ক ও গোয়েন্দা পরিদপ্তরের যুগ্ম পরিচালক শামসুল আরেফিন খান বলেন, 'আমরা এখানে ১০টি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছি, বাস্তবে আরও এ ধরনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটা আসলে টিপ অব দ্যা আইসবার্গ, আমরা আইসবার্গের উপরের অংশটা দেখছি, কিন্তু ভেতরে আরও অনেক কিছুই রয়েছে, যা আমাদের একার পক্ষে তদন্ত করে দেখাও কঠিন।' এজন্য সব প্রতিষ্ঠানের হিসাব, ব্যাংকের ব্যাক টু ব্যাক এলসি, কি পরিমাণ পণ্য পাঠানো হয়েছে এবং বিনিময়ে কত টাকা আসছে, এসব যাচাই করে দেখা দরকার বলে কর্মকর্তারা বলছেন। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) এর ২০২০ সালের তথ্যানুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়, টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। সাত বছরে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার হয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে। বাণিজ্যের মাধ্যমে কারসাজি করে অর্থ পাচারের তালিকায় বিশ্বের ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম রয়েছে। তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত। ফলে এই খাতের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফলে এসব খাতের রপ্তানি পণ্যে দ্রুত ছাড় দেয়া হয়, কড়কড়িও কম করা হয়। এরই সুযোগ নিয়েছে এই অপরাধী চক্রটি। শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তা শামসুল আরেফিন খানও বলছেন, ''সাধারণভাবে রপ্তানি করা পণ্যকে একটু বিশেষ চোখে দেখা হয় এবং প্রায়োরিটি ভিত্তিতে শুল্কায়ন করা হয়। কিন্তু যখন সেটা আন্ডারভ্যালু করা হয়, তখন দেশের ক্ষতি, কারণ দেশের সম্পদ গেলেও তার বিনিময়ে কিছু আসছে না। আর এখানে এমন উপায় নেয়া হয়েছে, যে দেশে কিছুই আসেনি।' এর আগেও বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যের সময় রপ্তানি পণ্যের মূল্য কম দেখিয়ে পাচারের অভিযোগ উঠেছে। দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক হওয়ায় এই খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দিকেই অতীতে অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি একটি প্রতিবেদনে বলেছিল, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা পাচার হয়। গত পাঁচ বছরে এভাবে সাড়ে চার লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার হয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07.09.2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

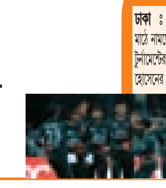

শীর্ষ র‍্যাংকিংএ থাকা পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ যেখানে

করাচি বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাইয়ের যে ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল

করাচি (এজেন্সী) ঃ ১৯৮৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। ভারতের মুম্বাই থেকে প্যান অ্যামএর বিমানটির গন্তব্য ছিল নিউইয়র্ক। মুম্বাই থেকে ছেড়ে আসার পর বিমানটি পাকিস্তানের করাচি বিমানবন্দরে নামে। বিমানটি যখন টারমার্কে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল, সে সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের ছদ্মবেশ ধারণ করে অস্ত্রধারীরা বিমানে ঢুকে পড়ে। ফিলিস্তিনি অস্ত্রধারীরা করাচি বিমানবন্দরে ১৬ ঘণ্টা বিমানটি জিম্মি করে রাখে, যার সমাপ্তি হয় রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে।

ওই ঘটনায় ২২ জন নিহত হয়েছিলেন, আহত ছিলেন আরও ১৫০ জন। পুরো বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সে ঘটনা। পরে এনিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। কিন্তু বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা এই ঘটনা নিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য নীরব ভূমিকায় ছিলেন।

২০১৬ সালে করাচি বিমানবন্দরে প্যান অ্যাম ফ্লাইট ৭৩ হাইজ্যাক করার প্রায় ৩০ বছর পর ছয়জন ক্রু সদস্য প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হয়।

সে সময় ওই বিমানের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট বা বিমানবালার দায়িত্বে ছিলেন নুপুর আবরোল। বিবিসি নিউজকে তিনি বলেছেন, আমার প্রথম মনে হয়েছে যেভাবে হোক জরুরী দরজা খুলে যতটা সম্ভব যাত্রী নিয়ে পালানো। কিন্তু তারপর আমি ভাবলাম বাকি যাত্রীদের কী হবে।

হাইজ্যাকের ঘটনার এক সপ্তাহ পরে, ক্রুরা এফবিআইএর কাছে ঘটনার বর্ণনা দেন। পরে ২০০৫ সালে প্রধান সন্দেহভাজনের প্যারোল শুনানিতে তারা অংশ নেন। তখনই প্রথমবারের মতো তারা বিমানে কী ঘটেছিল তার বিস্তারিত জানায়। নিরজা ভামওয়াত নামে এক বিমানবালা ওই ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন।

তারা তাদের নিরবতা ভাঙার কারণ হিসেবে বলেছেন যে তারা ওই বিমানে প্রত্যেকের সাহসিকতার বিষয়ে জানাতে চেয়েছেন। ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ খুব বেশি জানতেন না।

আমি এবং আমার সহকর্মীদের জন্য এই ছিনতাইয়ে ঘটনা কখনও শেষ হয়নি, ক্রু নুপুর আবরোল বিবিসিকে বলেছেন।

বেঁচে যাওয়া যাত্রী এবং ক্রুরা এখনও অতীতের কথা মনে করেন এবং সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন।

আমাদের গল্প আলাদা হতে পারে, কিন্তু এসব গল্পের চেতনা একই। করাচিতে থেকে ফ্লাইটটি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে নিউ ইয়র্ক যাবার কথা ছিল। তখন ওই বিমানে তিনশ'র বেশি যাত্রী ছাড়াও, ১৪ জন ক্রু ছিলেন, যাদের মধ্যে ১২জন ফ্লাইটের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

সকাল ছয়টার দিকে চারজন বন্দুকধারী একটি গাড়িতে করে বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মী পরিচয় দিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশ করে। চোখের নিমেষে ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে তারা বিমানের ভেতরে ঢুকে যায়।

হাইজ্যাকাররা আবু নিদাল অর্গানাইজেশনের (এএনও) সদস্য ছিলেন বলে জানা যায়, যা ফাতাহ বিপ্লবী কাউন্সিল নামেও পরিচিত।

গোষ্ঠীটির এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন একে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

১৯৭০ এবং ১৯৮০এর দশকে বেশ কয়েকটি হামলার পেছনে এই এএনওকে দায়ী করা হয়।

বিমানের কেবিন ক্রু নুপুর দেখেন বন্দুকধারীরা তার সহকর্মীদের পায়ে গুলি চালাচ্ছে যারা হামলাকারীদের দেখে বিমানের দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট শিরিন পবন বুদ্ধির সাথে ককপিট খালি করার জন্য জরুরি বোতাম চাপেন।

পরে পাইলট ফোন করে বিপদ আঁচ করতে পেরে তারা নীরবে ককপিট ছেড়ে বেরিয়ে যান।

আরেক বিমানবালা সানশাইন বিজয়া দেখেন, একজন হাইজ্যাকার তার সহকর্মী নিরজা ভামওয়াতের মাথায় বন্দুক ধরে রেখেছে। আরেক হাইজ্যাকার সানশাইনকে বিমানের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যেতে বলেন।

হাইজ্যাকের সময় বিমানে তিনশ'র বেশি যাত্রী ছাড়াও, ১৪ জন ক্রু সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে ১২জন ফ্লাইটের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন।

সানশাইন জানতেন যে ককপিট খালি করার জন্য সংকেত দেয়া হয়েছিল।

আমি ইচ্ছা করেই হাইজ্যাকারদের এ বিষয়ে কিছু বলিনি, উপেক্ষা করেছি এবং চেষ্টা করেছি এতে যেন কিছুটা সময় ব্যয় হয়, বলেন সানশাইন।

যাতে পাইলটরা যদি তখনও না বের হন তারা যেন বেরিয়ে যেতে কিছুটা সময় পান। তিনি বলেন। হাইজ্যাকাররা এই বিমান সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না তাই তারা বিষয়টি খেয়ালও করেনি।

তিনি বলেন, পাইলটদের নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল যে তারা কীভাবে বাকি ক্রুদের রেখে বিমান রেখে চলে গেল। কিন্তু আমি যখন জানতে পারি যে পাইলটরা বিমান থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন তখন খুব স্বস্তি পেয়েছিলাম।

কারণ আমরা আকাশে উড়তে থাকা অবস্থার চাইতে অবতরণ করা বিমানে বেশি নিরাপদ ছিলাম। সেই সাথে অন্তত তিনজন পাইলটের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

অন্য আরেক কর্মী দিলীপ বেদি চান্দানিও পাইলটদের বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সমর্থন করে বলেন, পাইলটের বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ হল যে আমরা আর চরমপন্থিদের নিয়ন্ত্রণে থাকব না। যারা বিমানটির গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো বা উড্ডয়নের মাঝখানে উড়িয়ে দিতে পারতো। বন্দুকধারীরা বিমানটিকে সাইপ্রাস বা ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। তাই তারা পাইলটকে বিমানে পাঠানোর জন্য জোর দিয়েছিল।

এদিকে করাচি বিমানবন্দরে প্যান অ্যাম ফ্লাইট অপারেশন ডিরেক্টর ওয়ার্ফ ডোগরা বন্দুকধারীদের সাথে কথা বলতে শুরু করেন এবং তাদের আশ্বস্ত করতে থাকেন যে পাইলটকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এদিকে ২৯ বছর বয়সী যাত্রী রাজেশ কুমারকে তার আসন থেকে টেনে তুলে বিমানের খোলা দরজার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতে বলা হয়। রাজেশ কুমার ছিলেন আমেরিকার নাগরিক।

এক ঘণ্টা পরেও কোন পাইলট না আসায় তাকে মাথায় গুলি করে বিমানের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনার সাথে সাথে সবকিছু বদলে যায় এবং সবাই বুঝতে পারে অপহরণকারীরা নৃশংস খুনি, বলেন সানশাইন।

প্যান এএম ফ্লাইট ৭৩ হাইজ্যাক হওয়ার প্রায় ৩০ বছর পর, ছয়জন ক্রু সদস্য প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হন।

আরও এক ঘণ্টা পর হাইজ্যাকাররা বিমানে থাকা আমেরিকান নাগরিকদের শনাক্ত করতে শুরু করে।

কিন্তু মাধবী বহুগুনা এবং আরেক বিমানবালা গোপনে যাত্রীদের পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে শুরু করেন যাতে যাত্রীদের চিহ্নিত করা না যায়। কোন যাত্রী আমেরিকান পাসপোর্ট দেয়া মাত্রই তারা সেটা সিটের নিচে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

বিমানের যাত্রী মাইক থেক্সটন এই ঘটনা নিয়ে 'হোয়াট হ্যাপেনড টু দ্য হ্যাপি ম্যান' নামে একটি বই লিখেছেন। যেখানে তিনি ফ্লাইটের কেবিন ক্রুদের কর্ম দক্ষতার প্রশংসা করেন।

তিনি লিখেছেন, 'আমি মনে করি সেই দিনটি প্রমাণ করেছিল যে এই ফ্লাইটের ক্রুরা এই শিল্পের অন্যতম সেরা কর্মীদল।'

হাইজ্যাকাররা যখন যাত্রীদের মধ্যে থেকে আমেরিকান নাগরিকদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা মাইক নামে বিমানে ওঠা একজন ব্রিটিশ নাগরিককে ধরে।

তারা তাকে মাথার উপরে হাত তুলে থাকতে বলে। তবে একবার লাথি মারা ছাড়া শারীরিকভাবে কোন নির্যাতন করা হয়নি এবং শেষ মুহূর্তে তিনি জীবিত পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কেবিন ক্রুদের মধ্যে শিরিন এবং সানশাইন প্রধান হাইজ্যাকার জিয়াদ হাসান এবং আব্দুল লতিফ সাফরানির সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন।

তাদের দুজনকেই বেশ কয়েকবার বন্দুক ঠেকিয়ে বিমানের একপাশ থেকে অন্যপাশে নিয়ে যাওয়া হয়। বাইরে উঁকি দেওয়ার সময় তাদেরকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

শিরিন বলেন, সে আমার চুল ধরে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাইরে কী দেখা যাচ্ছে জিজ্ঞেস করত। হাইজ্যাকাররা মূলত আমেরিকান ফাইটার বিমান আসার ভয়ে ছিল। মেহারজি খারাস ছিলেন একজন ২৮ বছর বয়সী মেকানিক, যিনি হাইজ্যাকারদের একটি রেডিও দিতে বাধ্য হন। সে সময় হাইজ্যাকাররা নিশ্চিত হন যে বিমানটি ওড়ানোর জন্য একজন পাইলটকে পাঠানো হতে পারে।

সানশাইন বলেছেন, সাফরানি সেই বিপজ্জনক মুহূর্তেও বেশ কয়েকবার তার সাথে ঠাট্টা মশকরা করেছেন এবং ফ্লার্ট করেছেন। তাকে সাইপ্রাসে নিয়ে যাওয়ার এবং সেখানে তাকে সাঁতার শেখানোর প্রস্তাবও দিয়েছিল ওই হাইজ্যাকার।

হাইজ্যাকাররা যখন যাত্রীদের মধ্যে থেকে আমেরিকান নাগরিকদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা মাইক নামে এক ব্রিটিশ নাগরিককে ধরে।

তবে সানশাইন সবসময় সতর্ক ছিলেন। এক পর্যায়ে, তিনি জরুরি দরজাটি খোলার জন্য ককপিটে থাকা একটি কুড়ালের দিকে তাকান, যেটি ককপিটে একটি কাঁচের ভেতরে রাখা ছিল।

বিষয়টি আন্দাজ করতে পেরে সাফরানির তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে হাইজ্যাকার বলেন, এমন কিছু করার চিন্তাও করবে না।

অবশেষে হাইজ্যাকাররা হুমকি দেয় যে পাইলট না পাঠালে তারা প্রতি ১৫ মিনিটে একজন যাত্রীকে হত্যা করবে।

নুপুর আবরোল এই সময়ে যাত্রীদের খানিকটা সেবা দেয়ার চেষ্টা করেন। তার সহকর্মী দিলীপ স্যান্ডউইচ বিতরণ করেন এবং নিরজা জল দেন।

বিমানযাত্রী স্টুয়ার্ড ম্যাসি ক্যাসপার বলেছেন, অজান্তেই আমরা সেদিন একটি দল হয়েছিলাম এবং আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের ভূমিকা পালন করেছি। ছিনতাইকারীরা বিমানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার এবং বাতি জ্বলছিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বিমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ কমতে শুরু করে, বাতি ম্লান হয়ে যায় এবং এয়ার কন্ডিশনার কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

মেহেরজি তখন সাফরানিকে বলেন যে ১৫ মিনিট পরে জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বিমানটি অন্ধকার হয়ে যাবে। শিরিন বলেন যে, হাইজ্যাকাররা তখন বুঝতে পারে যে সময় ফুরিয়ে আসছে।

লাইট নিভে যাওয়ার পর বিমানবালা এবং যাত্রীরা কেবিনের মাঝখানে জড়ো হন। অনেকে নিচে বসে ছিলেন আর কেউ দরজার কাছে।

সানশাইন বলেন, হাইজ্যাকাররা তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। তারা চিৎকার করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। বন্দুকের ফুলকির আলো যেন আধার কাটিয়ে জ্বলে উঠেছিল। আর ওপাশ থেকে চিৎকার করতে থাকে হাইজ্যাকাররা।

শিরিন দেখেন মেহেরজি মারা গিয়েছেন।

এই বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারের মধ্যে অন্তত তিনটি দরজা খুলে যায়, কিন্তু কীভাবে কেউ জানে না।

বিমানের ডানার কাছের দরজাটি ছিল পালানোর জন সবচেয়ে উপযোগী পথ এবং অনেকে সেদিকে দৌড়াতে শুরু করে। নুপুর ও মাধবীও জাহাজের ডানা থেকে ঝাপ দেয়ার সময় বিশ ফুট নীচে পিছলে পড়ে হাড় ভেঙ্গে ফেলেন।

হাইজ্যাকের ওই ঘটনায় মোট ২২ জন নিহত হন এবং আহত হন ১৫০ জনের মতো।

সানশাইন এবং দিলীপও বিমানের ডানায় ছিলেন। যখন তারা দেখতে পান আরেকটি দরজা খোলা এবং সেখান থেকে জরুরি স্লাইড ঝুলছে। তারা আবার বিমানে প্রবেশ করেন। শিরিন এবং অন্য এক সহকর্মীর সাহায্যে তারা বাকি যাত্রীদের স্লাইড দিয়ে বেরিয়ে যেতে পথ দেখাচ্ছিলেন।

স্টুয়ার্ড ম্যাসি ক্যাসপার কিছুক্ষণ আগে ওই পথেই তার তিন সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যান।

সব যাত্রী বেরিয়ে আসার পর বিমানের ক্রুরা এক চমকপ্রদ কাজ করেন। গুলির আওয়াজ আর শোনা যায়নি।

ওই অন্ধকারে সশস্ত্র হাইজ্যাকাররা কোথায় তা জানতে না পারলেও তারা বেঁচে যাওয়াদের খোঁজে বিমানে ফিরে আসেন।

তারপর সানশাইন দেখেন নিরজাকে গুলি করা হয়েছে এবং রক্তপাত হচ্ছে কিন্তু তখনও তার জ্ঞান ছিল। সানশাইন দিলীপকে সাহায্যের জন্য ডাকেন এবং তারা একসাথে নিরজাকে স্লাইড দিয়ে নিচে নিয়ে যান।

সানশাইন এবং রানি ভাসওয়ানি জাহাজ থেকে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েন। তিনজন ছিনতাইকারী বিমানবন্দর থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েন, পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মীরা যখন বিমানে প্রবেশ করে তখনও অনেক যাত্রী বিমানের ভেতরে ছিল।

নিরজার সহকর্মীরা জানান, যখন তাকে করাচির জিন্নাহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন।

এটি একটি যুদ্ধের মত পরিস্থিতি ছিল, সানশাইন বলেন। নিরজা এখনও বেঁচে থাকত যদি তাকে অবিলম্বে চিকিৎসা দেওয়া হত।

দিলীপ বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়া বিমানবন্দরে আর কোন চিকিৎসা দেয়ার সুবিধা নেই এবং হাসপাতালটি বিমানবন্দর থেকে অনেক দূরে ছিল। নিরজাকে স্ট্রেচারের সাহায্য ছাড়াই অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেরান বলেন, হাসপাতালের অবস্থা ভালো হলে নিরজার জীবন বাঁচানো যেত।

সে ঘটনা শেষে দীর্ঘ বিরতির পর ক্রুরা প্যান অ্যামএ কাজে ফিরে আসেন। কখনও তারা একই ফ্লাইটে ছিলেন, আবার কখনও বিমানবন্দরে তাদের দেখা হয়েছিল। কিন্তু তারা কখনও ঘটনাটি নিয়ে কথা বলেননি।

তারা সবাই নিজ নিজ উপায়ে সেই বিভীষিকাময় স্মৃতির মুখোমুখি হয়েছেন।

বিবিসির সাথে কথা বলার সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সেদিন একক কোন নায়ক ছিল না এবং যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মাধবী বলেন, বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা এই স্মৃতি নিয়েই তাদের দিন কাটায়। তিনি আশা করেন যে তাদের গল্প বলার মাধ্যমে, আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

১৯৮৬ সালে এই বিমানের ক্রুদের এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০০৫ সালে মার্কিন বিচার বিভাগ এবং ২০০৬ সালে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল তাদেরকে সাহসিকতার স্বীকৃতি দেয়।

বিমানের ক্রু নিরজা ভামওয়াত, একমাত্র সদস্য যিনি পাকিস্তান ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মরণোত্তর বীরত্ব পুরস্কারে ভূষিত হন।

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ হাইজ্যাকের মূল হোতা জিয়াদ হাসান, আবদুল তাফ, সাফরানিকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাকে গ্রেপ্তার করে।

সাফরানি এখন মার্কিন কারাগারে ১৬০ বছরের সাজা ভোগ করছেন। অন্যান্য হাইজ্যাকারদেরও ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার ঘটনায় একজনকে ২২ বছরের কারাদণ্ড

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গা সংগঠিত করার দায়ে দ্য প্রাউড বয়েজ নামে একটি সংগঠনের সাবেক নেতাকে ২২ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আমেরিকান গণতন্ত্রের আসনে আক্রমণ চালানোর দায়ে কোনো একজন মূল হোতার বিরুদ্ধে এটাই এখনো পর্যন্ত দেয়া দীর্ঘতম সাজার ঘটনা।

গত মে মাসে হেনরি এনরিকে টারিও নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ষড়যন্ত্রসহ অন্যান্য অভিযোগ আনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে এ ধরণের অভিযোগ আনা হতো। ৩৯ বছর বয়সী টারিও দাঙ্গার সময় ওয়াশিংটনে না থাকলেও তিনি দাঙ্গায় কট্টর ডানপন্থী সংগঠনটির সংশ্লিষ্টতায় সহায়তা করেছেন। ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় এক হাজার একশ'র বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তার সাজা ঘোষণার আগে, টারিও ২০২১ সালের ৬ই জানুয়ারির দাঙ্গার ঘটনায় নিজের ভূমিকার জন্য পুলিশ এবং ওয়াশিংটন ডিসির বাসিন্দাদের কাছে ক্ষমা চান। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা কংগ্রেস ভবনে হামলা চালায় যেখানে জো বাইডেনের জয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া চলছিল।

ওয়াশিংটনের ফেডারেল কোর্ট হাউজে তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং হতাশ কারণ তারা দুঃখকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার বাকিটা জীবন এই লজ্জা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। কমলা রঙের কারাগারের পোশাক পরা টারিও আরো বলেন,আমি আমার নিজেরই সবচেয়ে খারাপ শত্রু ছিলাম।

আমার অকারণ গর্ব আমাকে বুঝিয়েছিল যে, আমি একজন ভুক্তভোগী এবং আমাকে অন্যায্যভাবে টার্গেট করা হয়েছে।

মি. ট্রাম্প ২০২০ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হেরে গেছেন উল্লেখ করে টারিও বলেন,আমি রাজনৈতিকভাবে গোঁড়া নই। কারো ক্ষতি করা বা নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেয়াও আমার লক্ষ্য ছিল না।

নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেয়া যে সম্ভব সেটা আমি মনেও করতাম না।

আমার প্রতি দয়া করুন, টারিও বিচারকদের বলেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি আমার কাছ থেকে আমার চল্লিশের দশক ছিনিয়ে নেবেন না।

এর আগে এক পর্যায়ে তাকে চোখ থেকে অশ্রু মুছতে দেখা যায় এবং তার মা বিচারকদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

প্রাউড বয়েজের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান ছিলেন টারিও। এটি ২০১৬ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কট্টর ডানপন্থী এই সংগঠনটি নিজেদেরকে শুধু পুরুষদের পানশালা বা 'অল মেল ড্রিংকিং ক্লাব' বলে বর্ণনা করতো।

তারা নিজেদের মি. ট্রাম্পের পদাতিক সেনা মনে করতো এবং প্রায়ই রাস্তায় কট্টর বামপন্থী ফ্যাসিবাদ বিরোধী সক্রিয়কর্মীদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হতো।

মঙ্গলবার তার আইনজীবী তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, তার মক্কেল একজন 'কীবোর্ড নিনজা' এবং 'বিপথগামী দেশপ্রেমিক' যিনি 'আবোলতাবোল কথা বলেন' কিন্তু সরকার উৎখাত করার মতো কোনো ইচ্ছা তার ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রের জেলা জজ টিমোথি কেলি অবশ্য তুলে ধরেন যে, টারিও এর আগে তার কোনো কাজের জন্য কখনো অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র একটি মারাত্মক অভিযোগ, বলেন বিচারক কেলি। এই ষড়যন্ত্রের মূল নেতা ছিলেন মি. টারিও। এরআগে মে মাসে টারিওর বিরুদ্ধে বাধা প্রদান ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, নাগরিক বিশৃঙ্খলা এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। প্রসিকিউটররা তার কাজকে সুচিন্তিত সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলে অভিহিত করেছেন এবং তার ৩৩ বছরের কারাদণ্ড দাবি করেছেন। তবে প্রতিপক্ষ ১৫ বছরের সাজার আবেদন করে। বিচারকরা সাজা ঘোষণার সময় টারিও নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আদালত থেকে চলে যাওয়ার সময় টারিও পাবলিক গ্যালারি থেকে তার পরিবারের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান এবং শান্তির চিহ্ন প্রদর্শন করেন।

তার আইনজীবীরা বলছেন যে, তিনি আপিল করার পরিকল্পনা করছেন।

২০২০ সালের নির্বাচনের পর টারিও এবং প্রাউড বয়েজ গ্রুপের অন্য সদস্যরা মি. ট্রাম্প ক্ষমতা ছেড়ে দিলে সহিংসতা ও অস্থিরতার সতর্কবাণী এবং অনলাইনে হুমকিমূলক পোস্ট দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাপিটল দাঙ্গার দুই দিন আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রবেশ করার সময় পুলিশ তাকে আটকে দিয়েছিল।

টারিও যিনি নিজেকে একজন আফ্রোকিউবান বংশোদ্ভূত হিসেবে দাবি করেন, তাকে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের একটি ব্যানার পোড়ানোর অভিযোগে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানায় গ্রেফতার করা হয়। ওই ব্যানারটি তিন সপ্তাহ আগে শহরের একটি আফ্রিকানআমেরিকান গির্জা থেকে নেয়া হয়েছিল।

তার কাছ থেকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গোলাবারুদ ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয় যা এই শহরের আগ্নেয়াস্ত্র আইনের পরিপন্থী। তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

দাঙ্গার দিন তিনি বাল্টিমোরে ছিলেন।

ট্রাম্পের সমর্থকরা যখন কংগ্রেস ভবনে হামলা চালায় তখন টারিও অনলাইনে এক পোস্টে বলেছিলেন যে, তিনি শো উপভোগ করছেন। দাঙ্গাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেন, যা করার দরকার সেটি করো।

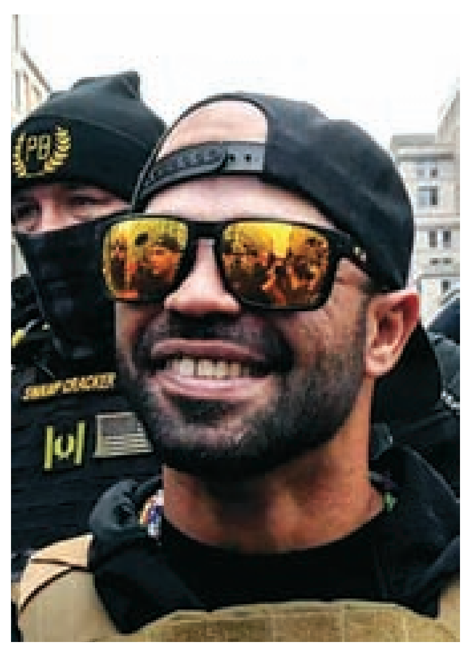

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল দাঙ্গায় জড়িত মূল হোতাদের সাজা শুনানির শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার।

এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ ১৮ বছরের কারাদণ্ডের সাজা গত সপ্তাহে দেয়া হয়েছে আরেক প্রাউড বয়েজ সদস্য ইথান নরডিনকে। এছাড়া মে মাসে আরেকটি কট্টর ডানপন্থী আধাসামরিক সংগঠন ওথ কিপার এর প্রতিষ্ঠাতা স্টুয়ার্ট রোডসকেও সাজা দেয়া হয়।

ক্যাপিটল দাঙ্গায় নিজেদের ভূমিকার জন্য গত সপ্তাহে প্রাউড বয়েজের আরো তিন জন সদস্যের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

সাবেক মার্কিন নৌবাহিনীর সদস্য ডমিনিক পেজোলা এবং যাকারি রেল যথাক্রমে ১০ এবং ১৫ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন।

জো বিগস নামে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক সদস্যের ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে।

২০২৪ সালে আবারো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে এই সাজাপ্রাপ্তদের সবার কিংবা বেশিরভাগের সাজা মওকুফ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মি. ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অনুমতি বহির্ভূত এলাকায় প্রবেশ করা থেকে শুরু করে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, আক্রমণ এবং ষড়যন্ত্র। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় ২০০ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তদন্ত এখনো চলছে। ভিডিওতে ধরা পড়া পুলিশ কর্মকর্তা বা মিডিয়ার সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে এমন অন্তত ১৪ জন মূল হোতাকে এখনো খুঁজছে এফবিআই এর সদস্যরা।